Contents

১৬শ বর্ষ/তৃতীয় সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩৭৬ বাং

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৫.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

ষোড়শ বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা

ফাল্গুন,—১৩৭৬ বাংলা | ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ

যিলহজ্জ,—১৩৮৯ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি-টি,	৫৩
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবু যুসুফ দেওবন্দী	৫৭
৩।	আহলুর রায় ও আহলুল হাদীসগণের ইস্‌তিদলাল ও ইজতিহাদী বৈশিষ্ট্য	মোহাম্মদ রফিউদ্দীন আনছারী	৬৫
৪।	ঈদ বা আনন্দ উৎসব	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি টি,	৮০
৫।	আহলুল হাদীসের দৃষ্টিতে আজকের সাহিত্য	মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ	৮৪
৬।	পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের দুই দিবসব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন		৯১
৭।	জমঈয়ত ও প্রেসের আয় ব্যয়ের হিসাব	সেক্রেটারী	৯০

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১৩শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৮'০০ ষান্মাসিক : ৪'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূ পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলেট

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ স্থল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ষোড়শ বর্ষ	ফাল্গুন, ১৩৭৬ বংগাব্দ ; যিলহজ্জ, ১৩৮৯ হিঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ ;	দ্বিতীয় সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سورة الحاقة—সূরাহ আল্-হাক্কাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

٩ - وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ •

৯। আর ফির্‌আওন ও তাহার পূর্বে যে সব (আল্লাহদ্রোহী) লোক ছিল তাহারা এবং উলট-পালট হওয়া (জনপদসমূহের) অধিবাসীগণ মহাপাপ করিয়াছিল ;

৯। [جاء : جاء بالخاطئة-- :] সে আসিল ; : ب সহিত। الخاطئة কে خاطئة এর পরিমাপে মাসদার ধরিলে অর্থ হইবে বড় গুনাহ বা মহাপাপ সম্পাদন। আর একবচন স্ত্রীলিংগ ইস্‌ম্ ফা'ইল

www.ahlehadeethbd.org

১০। অনন্তর তাহারা তাহাদের রাব্বের আদেশবাহক নিজ নিজ রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল। ফলে তিনি তাহাদিগকে বর্ধনশীল ধরা ধরিয়াছিলেন।

১১। ইহা নিশ্চিত যে, পানি যখন উদ্বেলিত ও উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমরা তোমাদিগকে প্রবহমান জাহাজে বহন করিয়াছিলাম।

১২। উহাকে আমরা তোমাদের জন্য শিক্ষনীয় ব্যাপার করিবার জন্য এবং সংরক্ষণশীল কান যাহাতে উহার সংরক্ষণ করে সেই জন্যে।

١٠ - فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ٠

١١ - انا لما طغا الماء حملنكم في الجارية ٠

١٢ - لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية ٠

ধরিলে অর্থ হয় পাপজনক (বিশেষণ পদ) এবং উহা মাওসূফ (বিশেষ্য পদটি) হইবে 'আল্-আফ'আল (الافعال) বা কার্যসমূহ।] পাপ সম্পাদন সহকারে আসিল অথবা পাপ কাজগুলি সহ আসিল অর্থাৎ মহাপাপ করিল।

من قبله : 'মন কাবলাহু' পাঠ অনুসারে অর্থ হয়, 'ফির'আওনের পূর্বে যে সব কাফির মুশরিক ছিল তাহারা'। ইহার অপর পাঠ হইতেছে 'মিন কিবালিহী'। তখন অর্থ হইবে, 'ফির'আওনের পক্ষীয় লোকেরা, ফির্'আনের অনুসারীরা'।

المؤتفكت : (বহুবচন স্ত্রীলিংগ ইস্‌ম ফা'ইল পদ। ইহা বিশেষণ পদ এবং উহার মাওসূফ বা বিশেষ্য পদটি হইতেছে আল্ কুরা (القرى) উলট পালট হওয়া জনপদগুলি। ইহা দ্বারা লূত আঃ-এর নির্দেশ অমান্যকারী সুদূম নামক জনপদগুলির অধিবাসীদিগকে বুঝানো হইয়াছে।

১০। ربى – رابية (রাবা) : 'বর্ধিত হইল' : يربو (য়ারবু) : 'বর্ধিত হইতেছে' হইতে এক বচন স্ত্রীলিংগ, ইসম ফা'ইল পদ। অর্থ 'বর্ধনশীল। এই বর্ধনশীল' হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ফির্'আওন ও তাহার অনুসারীদের পাপাচার এবং সুদূমের অধিবাসীদের পাপাচার যেহেতু অপর কাফির জাতিদের তুলনায় অধিকতর জঘন্য ও ঘৃন্য প্রকারের ছিল, তাই তাহাদিগের জন্য ক্রমবর্ধনশীল কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১১। এই আয়াতে নূহ আঃ এর যামানার মহা প্লাবনের দিকে এবং উক্ত প্লাবনযোগে কাফিরদের ধংসের ও জাহাজযোগে মমিনদের নাজাতের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

১২। لنجعلها... : উহাকে আমরা ...করিবার জন্য। এখানে ها বা 'উহাকে' বলিয়া ঐ ঘটনা বা الواقعة এর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আয়াতটির তাৎপর্য এই—লোকের উচিত তাহারা যেন ঐ ঘটনাটি শুনিয়া এই কথা স্মরণ রাখে যে, আল্লাহের রাসূলের আদেশ অমান্যকারীর ধংস এবং আদেশ পালনকারীর নাজাত অনিবার্য। ঐ ঘটনা হইতে মুমিনদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাহাদের উচিত শত্রুদের আক্রমণে তাহারা যেন অধীর অস্থির না হয়। তাহাদিগকে

www.ahlehadeethbd.org

১৩। অনন্তর যখন শৃঙ্গটিতে ফুঁ দিয়া একবার শৃঙ্গনাদ করা হইবে।

১৪। এবং ভূতল ও পাহাড়গুলিকে স্থানচ্যুত করিয়া উর্ধে উত্তোলন করা হইবে, অনন্তর তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত ঘটাইয়া উহাদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে

১৫। সেই সময় এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটিবে।

১৬। এবং উর্ধ জগতগুলি খণ্ড-বিখণ্ড হইবে। ফলে সেগুলি ঐ সময় হীনবল হইবে।

١٣ - فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ
وَاحِدَةٌ ۝

١٤ - وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝

١٥ - فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

١٦ - وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ
وَاهِيَةٌ ۝

বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, তাহাদের নাজাত অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীতে যদি ঈমানের কারণে প্রাণ হারাইতে হয় তাহাতে মুমিনের কোন ক্ষতি নাই। কেননা সে ইন্শা আল্লাহ আখিরাতে স্থায়ী সুখ লাভ করিবে।

১৩। نُفِخَ فِي الصُّورِ : শৃঙ্গটিতে ফুঁ দেওয়া হইবে।

কিয়ামাতের প্রাক্কালে নির্দিষ্ট একটি সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হইবে বলিয়া কুরআন মাজীদের দশটি আয়াতে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ১৮ নং আয়াতে দেওয়া হইবে।

১৪। কিয়ামতের প্রাক্কালে যে সব নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক ব্যাপার ও ঘটনাদি ঘটিবে তাহা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতাদির অবস্থা সম্পর্কে 'আম পারার সূরাহ যিল্যাল ও সূরাহ কারি'আহ এর মধ্যে বলা হইয়াছে যে, (১) প্রবল ভূমিকম্প হইবে; (২) পৃথিবী গর্ভস্থ রত্নরাজি উত্তোলিত হইবে, (৩) পাহাড় পর্বতগুলি ধোনাই করা রঙিন পশমের মত উড়িয়া চলিবে, ইত্যাদি। আর এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, পাহাড়-পর্বতগুলি পরস্পরের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে ধূলিকণায় পরিণত হইয়া উড়িয়া চলিবে। কিন্তু এই আয়াতে যে বলা হইল, 'ভূতল ও পাহাড় পর্বতগুলিকে উর্ধে উঠানো হইবে' তাহা কেমন করিয়া ঘটিবে তাহার জওাব দিতে গিয়া তাফসীর-কারগণ বলেন যে, উহা একাধিক ভাবে ঘটিতে পারে। যথা, ভূমিকম্পযোগে, অথবা প্রবল ঝড়তুফানযোগেও উহা ঘটিতে পারে, অথবা কোন নিমিত্ত ছাড়াই আল্লাহের অসীম কুদরত বলেও উহা ঘটিতে পারে।

১৫। الْوَاقِعَةُ : এখানে 'আল' 'সর্বগুনে বিভূষিত' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই ইহার অর্থ হইল, 'ঘটনার মত ঘটনা' অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ ঘটনা।

এখানে আস্-সাকি'আহ বলিয়া আল্হাক্কাহ বুঝানো হইয়াছে। উভয়েরই তাৎপর্য হইতেছে কিয়ামাত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١٧- وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ٥

১৭। আর মালায়িকাহ থাকিবে উহার ধার-প্রান্তসমূহে এবং সে সময় তাহাদের উর্ধে তোমার রাব্বের আর্‌শ বহন করিবে আট।

১৭। وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا : আর মালায়িকাহ থাকিবে উহার ধার-প্রান্ত সমূহে। বাক্যটির তাৎপর্য এই যে, উর্ধ জগতগুলির বিভিন্ন স্থান যখন ভাঙিতে থাকিবে তখন ঐ ভাঙ্গা স্থানগুলিতে অবস্থানকারী মালায়িকা সেই স্থান হইয়া সরিয়া গিয়া বাকী স্থানগুলির ধার-প্রান্তে সমবেত হইতে থাকিবে। প্রশ্ন উঠে, প্রথম শৃঙ্গনাদের ফলে সমস্ত সৃষ্টিই যখন ধ্বংস হইবে তখন এই মালায়িকারও তো কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। তবে এই কথার তাৎপর্য কি? ইহার জওয়াব দুই ভাবে দেওয়া হয়। (এক) শৃঙ্গনাদের সঙ্গে সঙ্গে মূহূর্ত মধ্যে সব কিছু ধ্বংস হইবে না। বরং ধীরে ধীরে ধ্বংস হইতে থাকিবে। ফলে উর্ধ জগতগুলি যখন ক্রমশঃ ভাঙ্গিতে থাকিবে তখন ঐ ভাঙ্গা অংশে অবস্থিত মালায়িকা অবশিষ্ট অংশগুলিতে সরিয়া যাইতে থাকিবে। অথবা

(দুই) সূরাহ নাম্‌ল্ ২৭ : ৮৭ ও সূরাহ যুমার ৩৯ : ৬৮ আয়াত দুইটিতে যাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, প্রথম শৃঙ্গনাদের পর আল্লাহ যাহাদিগকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে চাহিবেন তাহারা বাদে আর সব সৃষ্টিই ধ্বংস হইবে, এই আয়াতে উল্লিখিত মালায়িকা ঐ সব রক্ষাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। পরে এই মালায়িকাও সূরাহ আর রাহমান : ২৬-২৭ আয়াত মুতাবিক ক্ষণেকের জন্য হইলেও অবশ্যই ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।

[সূরাহ নাম্‌ল্ ২৭ : ৮৭ ও সূরাহ যুমার ৩৯ : ৬৮ আয়াত দুইটিতে বলা হইয়াছে যে, শৃঙ্গনাদ করা হইলে উর্ধ জগতসমূহে যাহারা থাকিবে এবং পৃথিবীতে যাহারা থাকিবে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে—কিন্তু আল্লাহ যাহাদিগকে ইচ্ছা করিবেন (তাহারা তখন মরিবে না)। আর সূরাহ আর রাহমান : ২৬ / ২৭ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, সকল প্রতাপ ও সকল মর্যাদার অধিকারী তোমার রাব্বের সত্ত্বা ছাড়া সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।]

ثَمَانِيَةٌ : আট। এখানে আট বলিয়া আর কিছুই বলা হয় নাই। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে ইহার পরে মালায়িকা উহ্য ধরিতে হইবে। অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আরশ আটজন মালায়িকা বহন করিবে। সূরাহ ৪০ মু'মিন : ৭ আয়াতে 'যাহারা আরশ বহন করিতেছে' অংশটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বলেন যে, বর্তমানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আরশ বহন করিতেছেন চারি জন মালায়িকা, আর কিয়ামাতে এই চারি জনের সঙ্গে আর চারি জন মিলিয়া মোট আট জন মালায়িকা উহা বহন করিবেন।

জিন ও মালায়িকাহ নামে দুইটি বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন স্বতন্ত্র মাখলূকের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী এক জন আধুনিক তাফসীরকার এখানে 'আট জন মালায়িকা' তাৎপর্য না লইয়া 'আট দিক' তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং আল্লাহের আরশ বহন করার জন্য কাহারও প্রয়োজন নাই বলিয়া যুক্তি-তর্কের অবতারনাও করিয়াছেন এই আয়াতের এবং সূরাহ ৪০ মুমিন : ৭ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। তিনি যাহা ভুল করিয়াছেন তাহা এই যে, তিনি আল্লাহকে আরশের মধ্যে সমাসীন ধরিয়া যুক্তির বহর দেখাইয়াছেন। মূলেই 'আরশ' এর স্বরূপ এখন পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই এবং সে সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যাদান সম্পর্কে মৌনতা অবলম্বন করাই সঙ্গত বলিয়া যখন অধিকাংশ সুন্নী আলিম অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তখন তাঁহার ঐ সব যুক্তি-তর্কের অবতারণা সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও বাজে বাকওয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবূ য়ূসুফ দেওবন্দী ॥

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَشْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[উনবিংশ অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চলন-ভঙ্গি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

(১২৪ ১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ، إِنَّا لَنَجْهَدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ.

(১২৪—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইব্নু সা'ঈদ, তিনি বলেন আমা'দগকে হাদীস শোনান ইব্নু লা'হি'আহ, তিনি রিওায়াত করেন আবূ য়ূনুস হইতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ হইতে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর কোন কিছুই আমি দেখি নাই। (অর্থাৎ তিনি ছিলেন সুন্দরতম) মনে হইত সূর্য যেন তাঁহার মুখমণ্ডলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আরও পথ চলা ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত কাহাকেও দেখি নাই। মনে হইত মাটি যেন তাঁহার পায়ের নীচে গুটাইয়া আসিতেছে। ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার সহিত পথ চলিতে গিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে হইত অথচ তিনি বিনা আয়াসে চলিতে থাকিতেন। (অর্থাৎ তাঁহার স্বাভাবিক গতির সহিত কুলাইয়া উঠা আমাদের পক্ষে বেশ কষ্টকর হইত।)

(১২৪-১) হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি'গ্রন্থেও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আহমদ, ইব্নু হিব্বান ও ইব্নু সা'দও ইহা রিওায়াত করেন। তুহ্ফাহ : ৪।৩০৬।

كَانَ الشَّمْسَ تَجْرِي... ঃ মনে হইত সূর্য যেন তাঁহার মুখমণ্ডলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

(١٢٥ - ٢) حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا ثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة ثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي اذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مشى تقلع كانما ينحط في صبب.

(১২৫—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আলী ইব্নু হুজর এবং আরো একাধিক ব্যক্তি তাঁহারা বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'ঈসা ইবনু য়ূনুস, তিনি রিওায়াত করেন 'গুফ্রাহ' এর মুক্ত গোলাম 'উমার ইব্নু আবদুল্লাহ হইতে, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান 'আলী ইব্নু আবূ তালিবের সন্তানদের মধ্য হইতে (তাঁহার পৌত্র) ইব্রাহীম ইব্নু মুহাম্মদ (ইব্নুল হানাফীয়াহ), তিনি বলেন 'আলী (কার্রামাল্লাহু আজ্হাহু) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যখন বিবরণ দেন তখন বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন পথ চলিতেন তখন তিনি তাঁহার পা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া এমনভাবে চলিতেন যে, মনে হইত তিনি যেন নিম্ন স্থানে অবতরণ করিতেছেন।

প্রথম অধ্যায়ের দশম হাদীসে (২৬ পৃষ্ঠায়) জাবির রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার নিকট ও তাঁহার চোখে পূর্ণিমা রাত্রির চাঁদের চেয়েও বেশী সুন্দর ছিলেন। অনুরূপভাবে আবূহুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হু এই হাদীসে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুখমণ্ডল হইতে স্ফুরিত জ্যোতি ও দীপ্তি দেখিলে মনে হইত যে, সূর্য যেন তাঁহার মুখমণ্ডলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই উপমা প্রসংগে উপমা প্রয়োগের একটি নিয়মের কথা বলিতে হয়। নিয়মটি এই যে, 'যাহার জন্য উপমা প্রয়োগ করা হয়' তাহার তুলনায় 'যাহার সহিত উপমা করা হয়' তাহার মধ্যে সাধারণতঃ উপমা বিষয়ক গুণটির আধিক্য বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু কখনো কখনো ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ 'যাহার জন্য উপমা প্রয়োগ করা হয়' তাহার মধ্যে গুণটির আধিক্য বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। আবূহুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হুর এই উক্তিটিকে ঐ ব্যতিক্রম ধরিতে হইবে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুখমণ্ডলের জ্যোতি ও দীপ্তি সূর্যের জ্যোতি অপেক্ষাও অধিকতর দেদীপ্যমান ছিল। ইহার ব্যাখ্যার জন্য ২৬ পৃষ্ঠায় টীকা দেখুন।

(১২৫—২) এই হাদীসটি প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম হাদীসটির একটি অংশ। ১৬—১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন।

www.ahlehadeethbd.org

(৩—১২৬) حدثنا سفيان بن وكيع قال ثنا ابى عن المسعودى عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن على بن ابى طالب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مشي تكفأ تكفؤا كانما ينحط من صبب •

(১২৬—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্‌য়ান ইব্‌নু অকী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আমার পিতা, তিনি রিওয়ায়াত করেন আল্‌ মাস্‌'উদী হইতে, তিনি 'উসমান ইব্‌নু মুসলিম ইব্‌নু হুর্‌মুয হইতে তিনি নাফি' ইব্‌নু জুবাইর ইব্‌নু মুত্‌'ইম হইতে, তিনি 'আলী ইব্‌নু আবূ তালিব হইতে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন পথ চলিতেন তখন তিনি সম্মুখে এমন ভাবে ঝুঁকিয়া দ্রুত হাঁটিতেন যে, মনে হইত তিনি যেন কোন নিম্ন স্থানে অবতরণ করিতেছেন।

(১২৬—৩) এই হাদীসটি প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম হাদীসটির একটি অংশ। ১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন।

باب ماجاء فى تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم

[বিংশ অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মস্তকাবরণ ব্যবহার সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

(১—১২৭) حدثنا يوسف بن عيسى ثنا وكيع ثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن ابان عن انس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

(১২৭—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান য়ূসুফ ইব্‌নু ঈসা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান অকী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আর্‌ রাবী' ইব্‌নু সাবীহ, তিনি রিওয়ায়াত করেন য়াযীদ ইব্‌নু আবান হইতে, তিনি আনাস ইব্‌নু মালিক হইতে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রায়শঃ মস্তকাবরণ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মস্তকাবরণের বস্ত্রখণ্ডটি (তেল

www.ahlehadeethbd.org

يكثر القناع كان ثوبه ثوب زيات •

ল গিয়া লাগিয়া) এমন হইত যে মনে হইত উহা যেন কোন তৈল-বিক্রেতার (তেলীর কাপড়) হইবে।

(১২৭—১) এই হাদীসটি চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় হাদীসটির একটি অংশ। ইহার ব্যাখ্যার জন্য ২২ পৃষ্ঠায় টীকা দেখুন।

باب ماجاء فى جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم

(একবিংশ অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বসার ধারা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

١٢٨—١ حدثنا عبد بن حميد انبانا عفان بن مسلم انا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة انها رات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع فى الجلسة ارعدت من الفرق •

(১২৮—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আব্দ ইব্নু হুমায়দ, তিনি বলেন আমাদিগকে লিখিত হাদীস দিয়া উহা বর্ণনা করিবার অনুমতি দেন 'আফ্ফান ইব্নু মুসলিম, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আব্দুল্লাহ ইব্নু হাস্সান, তিনি রিওয়ায়াত করেন তাঁহার পিতামহী ও মাতামহী হইতে, তাঁহারা দুইজন কাইলাহ বিন্তু মখ্রামাহ হইতে এই রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মাসজিদ নাবাওীতে 'পাছার উপর ভর দিয়া, উরুদ্বয়কে পেটের সহিত লাগাইয়া, দুই হাত দিয়া উভয় পায়ের নলা বেড়াইয়া ধরিয়া উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেন। তিনি বলেন: অনন্তর আমি যখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ঐভাবে চিন্তামগ্ন ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখি তখন আমি ভয়ে কাঁপিতে থাকি।

(১২৮—১ হাদীসটি অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ হাদীসের পরিপূরক। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় হাদীস ও টীকা দেখুন। এই হাদীসটি সুনান আবু দাউদ ২।৩১৮ পৃষ্ঠায় এবং জামি' তিরমিযী' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ: ৪।২৩ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(١٢٩—٢) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا انا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه انه رای النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى •

(১২৯—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান সা'ঈদ ইবনু আবদুর রাহমান আল্‌মাখযুমী এবং আরও একাধিক ব্যক্তি তাঁহারা বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান সুফ্‌য়্যান, তিনি রিওয়ায়াত করেন যুহ্‌রী হইতে, তিনি 'আব্বাদ ইবনু তামীম হইতে, তিনি তাঁহার চাচা (আবদুল্লাহ্ ইবনু যাইদ ইবনু 'আসিম) হইতে এই রিওয়ায়াত করেন যে তিনি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মাসজিদ নাবাবীতে চিত অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা রাখিয়া শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন।

(১২৯—২) এই হাদীসটি সাহীহ বুখারী: ৬৮, ৮৮২ ও ৯৩০ পৃষ্ঠায়, সুনান আবু দাউদ: ২।৩২০ পৃষ্ঠায়, সুনান নাসা'ঈ: ১।১১৮ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া জামি' তিরমিযী গ্রন্থেও (তুহফাহ: ৪।১২ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে।

এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, এক পায়ের উপরে অপর পা রাখিয়া চিত হইয়া শুইতে দোষ নাই। কিন্তু অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে যে, ঐ ভাবে শুইতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। হাদীসটি এই: জাবির রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম নিষেধ করেন……এবং এক পায়ে উপর অপর পা রাখিয়া চিত শুইতে।—তিরমিযী (তুহফাহ: ৪।১২)।

মুহাদ্দিসগণ পরস্পর বিরোধী এই হাদীস দুইটির মধ্যে সমন্বয় এই ভাবে করিয়াছেন যে, পা দুইটি মাটিতে সটান লম্বা রাখিয়া এক পায়ের উপর অপর পা রাখিয়া চিত শোওয়া দুরুস্ত হইবে। কিন্তু লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় এক পায়ের হাঁটু খাড়া রাখিয়া তাহার উপর অপর পা রাখিয়া চিত হইয়া শোওয়া চলিবে না। কারণ ঐ অবস্থায় লজ্জাস্থান দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই যে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে তাহা পা খাড়া রাখিয়া শুইবার উপর প্রযোজ্য হইবে এবং বৈধতাজ্ঞাপক হাদীসটি পা সটান রাখিয়া শুইবার উপর প্রযোজ্য হইবে। এই পার্থক্যের ভিত্তি হইবে লজ্জাস্থান প্রকাশ হওয়া ও না হওয়া। এই কারণে আলিমগণ বলেন যে, পায়জামা পরিহিত অবস্থায় এক পা খাড়া রাখিয়া তাহার উপর অপর পা চড়াইয়া দিয়া চিত হইয়া শোয়াতে কোন দোষ হইবে না। এই সমন্বয় অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করিয়াছেন এবং উসূলুল্ হাদীস অনুসারে ইহাই যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু কোন কোন আলিম পরস্পর-বিরোধী এই হাদীস দুইটির সমন্বয় করিতে গিয়া বলেন যে, নিষেধাজ্ঞাটি মান্‌সুখ (منسوخ) বা প্রত্যাহৃত এবং বৈধতাজ্ঞাপক হাদীসটিই কার্যে পরিণত করা যাইবে। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ কোন আদেশ প্রত্যাহৃত ঘোষণা করা তখনই সঙ্গত হয় যখন উহা 'পূর্বের আদেশ' বলিয়া প্রমাণিত হয় আর এইরূপ প্রমাণ লাভ মাত্র দুই ভাবেই সম্ভব হইয়া থাকে। (এক)

www.ahlehadeethbd.org

(৩—১৩০) حدثنا سلمة بن شبيب انبانا عبد الله بن ابراهيم المدنى انا اسحق بن محمد الانصارى عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابى سعيد عن ابيه عن جده ابي سعيد الخدرى قال كان رسول الله صلى الله عليه

(৩০—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান সালামাহ ইব্নু শাবীব, তিনি বলেন আমাদিগকে লিখিত হাদীস দিয়া বর্ণনা করিবার অনুমতি দেন আবদুল্লাহ ইব্নু ইব্রাহীম আল্-মাদনী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান ইস্হাক ইব্নু মুহাম্মাদ আল্-আনসারী, তিনি রিওয়ায়াত করেন রুবাইহ ইব্নু আবদুররাহমান ইব্নু আবূ সা'ঈদ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি রুবাইহের পিতামহ আবূ

কোন্‌টি পূর্বের আদেশ এবং কোন্‌টি পরবর্তী আদেশ তাহার তারীখ অবগত হওয়া (দুই) হাদীসে প্রকাশ্যভাবে উহার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা। যেমন, কোন হাদীসে যদি কোন সাহাবী বলেন, 'আমরা পূর্বে এইরূপ করিতাম, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদিগকে উহার পরিবর্তে এইরূপ করিতে বলেন'। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর উল্লিখিত ভাবে শোওয়ার ঘটনাটি পূর্বে ঘটিয়াছিল অথবা তাঁহার নিষেধাজ্ঞাটি পূর্বে ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন দালীল প্রমাণ না থাকায় ইহার কোন একটিকে মান্‌সূখ বা প্রত্যাহৃত বলার কোনই যুক্তি নাই। কাজেই এই সমন্বয় ভিত্তিহীন বিধায় অবশ্য বর্জনীয়।

বলা বাহুল্য, এক শ্রেণীর মুসলিম আলিমমণ্ডলী নিজেদের মাযহাবের বিরোধী কোন হাদীস পাইলেই চোখ কান বন্ধ করিয়া, সকল যুক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া, নির্বিকার চিত্তে উক্ত হাদীসে বর্ণিত বিষয়কে মানসূখ ঘোষণা করিয়া, চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন। আপনি বা আমি মানসূখ বলিলেই হাদীসে বর্ণিত কোন আদেশ মানসূখ বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে না। মানসূখ ঘোষণা করিতে হইলে উহার মূলে দালীল প্রমাণ অবশ্যই পেশ করিতে হইবে।

আবার কেহ কেহ পরস্পর-বিরোধী এই হাদীস দুইটির সমন্বয় করিতে গিয়া বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঐ ভাবে শয়ন তাঁহার জন্যই খাস ও নির্দিষ্ট ধরিতে হইবে। অপর কাহারও পক্ষে ঐ ভাবে শয়ন করা বৈধ হইবে না। অপর মুসলিমদের প্রতি জাবির রাঃ কর্তৃক বর্ণিত নিষেধাজ্ঞাটি প্রযোজ্য হইবে। এই সমন্বয়েরও মূলে কোন দালীল প্রমাণ নাই বলিয়া এই সমন্বয়ও গ্রহণযোগ্য নহে। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যাহা প্রকাশ্যভাবে করিয়াছেন তাহা অনুসরণ করাই প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। কাজেই এই মতও বর্জনীয়।

এই হাদীস সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে একটি প্রশ্ন উঠে। তাহা এই যে, অধ্যায়টি হইতেছে 'বসার ধারার বিবরণের, অথচ এই হাদীসটিতে বসার কথা বলা হয় নাই। বরং এই হাদীসে শয়নের কথা বলা হইয়াছে। কাজেই প্রশ্ন উঠে, এই হাদীসটিকে কোন্ যুক্তিতে এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে? জওাবে বলা হয়, মাসজিদে শুইয়া থাকা যখন বৈধ তখন মাসজিদে বসিয়া থাকাও নিশ্চিতভাবে বৈধ এই কথা বুঝাইবার জন্য এই হাদীসটিকে এই অধ্যায়ে আনা হইয়াছে।

(১৩০—৩) এই হাদীসটি সুনান আবূদাউদ: ২,৩১৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

وسلم اذا جلس فى المسجد احتبى بيديه •

সা'ঈদ খুদরী হইতে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম যখন মসজিদে বসিতেন তখন পাছার উপর ভর দিয়া, উরুদ্বয়কে পেটের সহিত লাগাইয়া, দুই হাত দিয়া উভয় পায়ের নলা বেড়াইয়া ধরিয়া বসিতেন।

اذا جلس فى المسجد : তিনি যখন মাসজিদে বসিতেন। যেমন আবূ দাউদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে 'মাসজিদে' (فى المسجد) কথাটি নাই। কাজেই সেই মতে হাদীসটি দাঁড়ায় এইরূপ, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন বসিতেন দুই হাতযোগে পায়ের খাড়া নলা দুইটি বেড়াইয়া ধরিয়া বসিতেন।" কাজেই মাসজিদ ছাড়া অন্যত্র বসার প্রতিও ইহা প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, এই শামায়িল গ্রন্থেরই কোন কোন প্রতিলিপিতে 'মাসজিদ' (المسجد) স্থলে 'মাজলিস' (المجلس) পাওয়া যায় তখন ইহা আবূ দাউদ বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপই দাঁড়ায়। অর্থাৎ কোন মাজলিসে বসিতে হইলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ ভাবে বসিতেন। মাসজিদে কি ভাবে বসিতেন তাহার কোন কথা এই হাদীসে নাই।

তৃতীয়তঃ শামায়িল গ্রন্থে বর্ণিত এই হাদীসটিকে যদি পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া মাসজিদে ঐ ভাবে বসা দুরুস্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে উহার দুইটি ব্যতিক্রমও মানিয়া লইতে হইবে। (প্রথম ব্যতিক্রম) ফজর নামায শেষ করিয়া মাসজিদে ঐ ভাবে বসা যাইবে না। কারণ জাবির ইব্নু সামুরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন ফজর নামায পড়া শেষ করিতেন তখন তিনি আসন-পিড়ি হইয়া বসিতেন। অর্থাৎ দুই পাছার উপর বসিয়া পরস্পর বিপরীত হাঁটুর উপর পদতল তুলিয়া দিতেন।— আবূ দ ঈদ ২।৩১৮ পৃষ্ঠা।

(দ্বিতীয় ব্যতিক্রম) জুম'আ দিবসে ইমাম খুতবা দিতে থাকাকালে পায়ের নলা খাড়া রাখিয়া উহা জড়াইয়া ধরিয়া বসা চলিবে না। কারণ মু'আয ইব্নু আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জুম'আ দিবসে ইমাম খুতবা দিতে থাকাকালে পায়ের নলা খাড়া রাখিয়া উহা জড়াইয়া ধরিয়া বসিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। জামি' তিরমিযী (তুহফাহ : ১।৩৬৭—৮) ও সুনান আবূদাউদ : ১।১৬৫

ইমাম আবূ দাউদ এই হাদীসের পরেই কোন কোন সাহাবী ও তাবি'ঈ কর্তৃক এই হাদীসের বিপরীত আচরণের উল্লেখ করেন। তুহ্ফাহ গ্রন্থকার সেই সব হাদীস আলোচনা করিয়া সর্বশেষে ইমাম 'আত্তীবী' এর মতের সমর্থন করিয়া বলেন, "ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, পায়ের নলাদ্বয় খাড়া রাখিয়া উহা জড়াইয়া ধরিয়া বসা ঘুমকে টানিয়া আনে। কাজেই জুম'আ দিবসে ইমাম খুতবা দিতে থাকাকালে এই ভাবে না বসাই উত্তম।"

باب ما جاء فى تكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

দ্বাবিংশ অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঠেস দেওয়ার বস্তু সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

www.ahlehadeethbd.org

(١٣١—١) حدثنا عباس بن محمد الدورى البغدادى حدثنا اسحق بن منصور عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره -

(١٣٢—٢) حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريرى عن عبد الرحمن بن ابى بكرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه

(১৩১—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আব্বাস ইব্নু মুহাম্মাদ আদ্দাওরী আল্-বাগদাদী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্হাক ইব্নু মানসুর, তিনি রিওায়াত করেন ইসরাঈল হইতে, তিনি সিমাক ইব্নু হার্ব্ হইতে, তিনি জাবির ইব্নু সামুরাহ হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে তাঁহার বামে বালিসের উপর ঠেস দেওয়া অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

(১৩২—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান হুমাইদ ইব্নু মাস্'আদাহ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান বিশ্র ইবনুল মুফায্যাল, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আল্-জুরাইরী, তিনি রিওায়াত করেন আবদুর রাহমান ইব্নু আবূ বাক্রাহ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একদা বলেন, "আমি কি তোমাদিগকে বড় পাপগুলির

(১৩১—১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে (তুহ্ফাহ : ৪।১৩ পৃষ্ঠা) বর্ণনা করিবার পরে মন্তব্য করেন যে, এই হাদীসটি 'হাসান গারীব'। এই হাদীসটি ভিন্ন অপর সানাদযোগে এই অধ্যায়ের শেষে আনিয়াছেন। এই হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা শেষের হাদীস প্রসংগে করা হইবে।

(১৩২—২) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ : ৩।১১৬ ও ২৫৫ পৃষ্ঠায়) বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সহীহ বুখারীর ৩৬২, ৮৮৪, ৯২৮ ও ১০২২ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

الا احدثكم : আমি কি তোমাদিগকে বলিব না? 'উহাদ্দিসুকুম' স্থলে সাহীহ বুখারীর ৩৬২ ও ৮৮৪ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে 'উনাব্বিউকুম' (انبئكم) এবং ঐ গ্রন্থের ৯২৮ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে

(৬৬-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

॥ মোহাম্মদ রফিউদ্দীন আনসারী ॥

আহলুর্ রায় ও আহলুল্ হাদীসগণের ইস্তিদ্লাল ও ইজ্তিহাদী বৈশিষ্ট্য

[মারহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম সিয়ালকুটির তারীখে আহলে হাদীস অবলম্বনে]

(ত্রয়োদশ বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

মুহাদ্দিসূন কিরাম রাসূলুল্লাহ সঃ এর কণ্ঠ-নিঃসৃত বাণীর অর্থ ও তাৎপর্য পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আরবী ভাষাগত বাক্যবিন্যাস ও বর্ণনাভংগীর প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। কেননা, কোন বক্তার প্রকৃত মনোভাব এবং উক্তির সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য সুচারু-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম পদ্ধতি ও কথোপকথনের প্রতি গভীর ভাবে লক্ষ্য করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই হাদীসটি দেখুন لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب 'যে ব্যক্তি নামাযে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে না তাহার নামায হয় না।' বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত এই হাদীসে সূরাহ ফাতিহার গুরুত্ব এরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, এই সূরাহ ব্যতীত কাহারও নামায সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ আল্লাহ বলিয়াছেন فاقرءوا ما تيسر من القرآن কুরআন হইতে যাহা সহজ হয় তাহা তোমরা (নামাযে) পাঠ কর (সূরাহ মুয্যাম্মিল)। উল্লিখিত আয়াতে যে 'মা তায়াস্সারা' অংশটী ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার তাৎপর্যই হইতেছে উম্মুল কুর্আন বা সূরাহ ফাতিহা। কেননা বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে,

একদা রাসূলুল্লাহ সঃ মাসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন এমন সময় এক জন লোক মাসজিদে প্রবেশ করিয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করিল। অতঃপর (নামায শেষ করিয়া বিদায়ক্ষণে) সে রাসূলুল্লাহ সঃ কে সালাম করিলে তিনি সালামের জওয়াব দিয়া বলিলেন, 'ফিরিয়া এস, অতঃপর নামায পড়; কেননা তোমার নামায হয় নাই।" তাহাতে লোকটি ফিরিয়া আসিয়া আবার নামায পড়িল। তৎপর লোকটি (নামায শেষ করিয়া বিদায় কালে) আবার তাঁহাকে সালাম জানাইল। আবার রাসূলুল্লাহ সঃ তাহাকে ফিরিয়া আসিবার নির্দেশ দিয়া তাহাকে আবার নামায পড়িতে বলিলেন। এই ভাবে তিন বার ফিরাইবার পরে লোকটি বলিল, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই আল্লাহের কসম, আমি ইহার চেয়ে সুন্দর করিয়া নামায পড়িতে জানি না। অতএব (কেমন ভাবে নামায পড়িতে হয়) শিখাইয়া দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন,

اذا قمت الى الصلوة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرء بما تيسر معك من القرآن ثم اركع الخ •

(৭৩-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

(৬৪-এর পাতার পর)

وسلم الا احدثكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلي يارسول الله - قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين - قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور او (قال) قول الزور قال فما زال رسول الله صلي الله صلى عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت •

মধ্যে সবচেয়ে বড়গুলি বলিব না?" সাহাবীগণ বলেন "নিশ্চয় বলুন, হে আল্লাহের রাসূল।" তিনি বলেন, "আল্লাহের সহিত কোন শারীক দাঁড় করানো, পিতামাতার অবাধ্য আচরণ করা। বর্ণনাকারী আবূ বাক্‌রাহ বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। তারপর তিনি সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অথবা মিথ্যা কথা বলা।" বর্ণনাকারী বলেন, অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উহা এত বেশী বার বলিতে থাকেন যে, আমরা মনে মনে বলিতে লাগিলাম, "আহা! তিনি যদি চুপ করিতেন!"

'উখবিরুকুম' (اخبركم)। এইগুলির সবের অর্থ একই।

'আমি কি তোমাদিগকে জানাইব না?' ইত্যাদি প্রশ্নবোধক বাক্যযোগে শ্রোতাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। এই কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় জানাইতে হইলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই ধরণের প্রশ্নযোগে বিষয়টি উদ্বোধন করিতেন। ইহার বহু নাযীর হাদীস শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আলিমদেরও এই ধরণের প্রশ্নযোগে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত।

اكبر الكبائر ঃ কাবীরাহ পাপগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপগুলি।

এই হাদীসে 'সবচেয়ে বড় কাবীরাহ গুণাহ' বলিয়া তিনটি কাজ উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই তালিকাই চূড়ান্ত নহে, বরং ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি কাজকে বিভিন্ন হাদীসে 'সব চেয়ে বড় কাবীরাহ গুনাহ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই গুলি হইতেছে 'মানুষ হত্যা করা', 'প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা', 'কোন অতীত ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম খাওয়া,' 'অতিরিক্ত পানি বন্ধ করিয়া রাখা এবং অপরকে উহা ব্যবহার করিতে বাধা দেওয়া,' 'আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা রাখা অর্থাৎ 'এইরূপ ধারণা পোষণ করা যে, তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না'। বিস্তারিত বিবরণের জন্য তুহফাহ ঃ ৩।১১৬—৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

الكبائر ঃ বড় পাপগুলি। পাপকাজগুলিকে ইসলামী বিধান মতে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (ক) সাগীরাহ (বহুবচনে সাগায়ির) বা ছোট পাপ কাজ ও (খ) কাবীরাহ (বহুবচনে কাবায়ির) বা বড় পাপ কাজ। এই দুই প্রকার কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে গিয়া আলিমগণ কাবীরাহ গুণাহের সংজ্ঞা উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন এবং কয়েকটি সংজ্ঞাও রচনা করেন। কিন্তু সংজ্ঞাগুলির কোনটি বা ব্যাপক (جامع)

www.ahlehadeethbd.org

হয় নাই এবং কোনটি বা নিরোধক (مانع) হয় নাই। আবার কোনটি হইয়াছে অস্পষ্ট। এখানে প্রধান চারিটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হইল।

(প্রথম সংজ্ঞা) যে পাপ কাজ সম্পর্কে কুর্‌আনে অথবা হাদীসে আল্লাহ তা'আলার গাযাব (غضب) ব লা'নাত (لعنة) ইত্যাদি যোগে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা হইতেছে কাবীরাহ গুনাহ।

এই সংজ্ঞাটি ব্যাপক হয় নাই। কারণ নিজ স্ত্রী সম্পর্কে যিহার করা, শূকরের মাংস ভক্ষণ করা, মৃতের অসীয়াত কার্যকরী করা ব্যাপারে গণ্ডগোল পাকান নিশ্চিতভাবে কাবীরাহ গুণাহ অথচ এইগুলি এই সংজ্ঞার আওতায় আসে না।

(দ্বিতীয় সংজ্ঞা) যে পাপ কাজের জন্য শারী'আতে কোন শাস্তির (حد) বিধান রহিয়াছে তাহা করা কাবীরাহ গুনাহ।

এই সংজ্ঞাটিও ব্যাপক হয় নাই। কেননা, পিতামাতার অবাধ্যতাচরণ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, শারী'আত সম্মত জিহাদের স্থল হইতে পলাইয়া আসা নিশ্চিতভাবে কাবীরাহ গুণাহ, অথচ এইগুলি এই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না।

(তৃতীয় সংজ্ঞা) যে অন্যায় কাজ করিলে দীন ইসলামের প্রতি ঐ কাজ সম্পাদনকারীর ঔদাসীন্য ও দীনদারী ব্যাপারে ত্রুটি প্রকাশ পায় সেই কাজ হইতেছে কাবীরাহ গুণাহ।

এই সংজ্ঞাটি নিরোধক হয় নাই। কেননা, সামান্য পরিমাণ খাদ্য চুরি করা, মাপে সামান্য পরিমাণ বস্তু কম দেওয়া ইত্যাদি ইতর-সুলভ কাজগুলি এই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে অথচ এইগুলি কাবীরাহ গুণাহ নয়।

(চতুর্থ সংজ্ঞা) যে অন্যায় কাজ শারী'আত সম্মত 'আদালাত (عدالة) অর্থাৎ ভদ্রতা ও শালীনতার বিরোধী তাহা করা কাবীরাহ গুণাহ।

এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণসাপেক্ষ ও অস্পষ্ট।

যাহা হউক কোন কোন আলিম কাবীরাহ গুনাহগুলির তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। হাফিয যাহাবী এই তালিকা প্রসংগে একটি পুস্তিকা রচনা করিয়া ফেলেন। তাহাতে তিনি প্রায় চারিশত কাবীরাহ গুণাহের উল্লেখ করেন। নিম্নে কতকগুলি প্রধান কাবীরাহ গুণাহের উল্লেখ করা হইল।

কাবীরাহ গুণাহের সংক্ষিপ্ত তালিকা—

শিরক করা, পিতামাতার অবাধ্যতাচরণ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, সাক্ষ্যে সত্য গোপন করা, মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা কসম খাওয়া, মানুষ হত্যা করা, নিজ সন্তানকে দারিদ্রের আশংকায় হত্যা করা, পরদ্রব্য অপহরণ করা, কাহারও ধন কাড়িয়া লওয়া, য়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, সূদ খাওয়া, ঘুষ লওয়া, ব্যভিচার করা, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা, সমমৈথুন, কাহাকেও ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া, বিনা কারণে জিহাদের স্থল হইতে পলাইয়া আসা, মদ পান করা, নেশার দ্রব্য আহার বা পান করা, শূকরের মাংস খাওয়া, মৃত জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া, যাদু টোনা করা, আল্লাহের রাহমাত হইতে নিরাশ হওয়া, আল্লাহের শাস্তি হইতে নির্ভয় হওয়া, নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি লইতে অপরকে বাধা দেওয়া, একের কথা অপরের কাছে লাগাইয়া বিদ্বেষের জন্ম দেওয়া বা চুকলি খাওয়া, গীবাত বা পরনিন্দা করা, জুয়া খেলা, জ্যোতিষী ও গণকের কথায় বিশ্বাস করা, তাক্‌দীর বিশ্বাস না করা, শারী'আত গর্হিত কার্যে অর্থ ব্যয় করা, কাহারও মৃত্যুতে বিনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করা, লুঙ্গি, পায়জামা, এবং পিরাণ, আচকান, চোগা, চাপকান ইত্যাদি যে কোন নিম্নবাস বা উর্ধবাস পায়ের গিট ঢাকিয়া পরা, লোকসমক্ষে বিনা প্রয়োজনে লজ্জাস্থান উন্মোচন করা, একাধিক স্ত্রী থাকিলে তাহাদের সঙ্গে একই প্রকার আচরণ না করা, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর অবাধ্য হওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

الاشراك بالله ঃ আল্লাহের সহিত শারীক দাঁড় করানো। এখানে শিরক বলিয়া মূলতঃ কুফর ও শিরক উভয়কেই বুঝানো হইয়াছে। 'শিরক' বলিতে বুঝায়, সৃজন পালন ও সংহার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অপর কাহাকেও ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া অন্তরে বিশ্বাস করা এবং তদনুযায়ী তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা দেখানো। আর কুফর বলিতে বুঝায় আল্লাহের অস্তিত্বই অস্বীকার করা। আরবে সেইকালে শিরকের বহুল প্রচলন ছিল বলিয়া এখানে শিরক উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কুফর পাপটি শিরক অপেক্ষা গুরুতর। কারণ শিরকের মধ্যে আল্লাহের অস্তিত্বে বিশ্বাস বর্তমান থাকে, কিন্তু কুফরের মধ্যে আদৌ আল্লাহের অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকে না। অতএব ইহার তাৎপর্য এই যে, কুফর ও শিরক উভয়ই কাবীরাহ গুণাহগুলির মধ্যে সব চেয়ে বড় বড় দুইটি গুণাহ।

عقوق الوالدين ঃ পিতামাতার আদেশ অমান্য করা, পিতামাতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা। যে কথায় বা যে কাজে তাহাদের মনে কষ্ট হয় এইরূপ কথা বলা বা এইরূপ কাজ করা।

পিতামাতার কোন্ কোন্ আদেশ অমান্য করা কাবীরাহ গুণাহ হইবে এবং কোন্ কোন্ আদেশ অমান্য করা কাবীরাহ গুণাহ হইবে না সে সম্বন্ধে মোটামুটি মীমাংসা এই যে, পিতামাতা যদি শির্ক করিতে অথবা অপর কোন ইসলাম গর্হিত কাজ করিতে আদেশ করেন তাহা হইলে ঐ আদেশ অমান্য করা কাবীরাহ গুণাহ তো হইবেই না, বরং ঐ প্রকার আদেশ অমান্য করাই ওাজিব হইবে। যে সকল কাজ ইসলামে মুবাহ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে সেই সকল কাজ পিতামাতা করিতে আদেশ দিলে উহা করা, এবং করিতে নিষেধ করিলে উহা না করা সন্তানের পক্ষে ওাজিব হইবে এবং উহার ব্যতিক্রম করা কাবীরাহ গুণাহ হইবে।

আর যে সব কাজ ইসলামে মুস্তাহাব্ব বা ফার্য্ কিফায়াহ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে সেই সব কাজ করিতে পিতামাতা যদি নিষেধ করেন তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে পিতামাতার ঐ নিষেধাজ্ঞা মান্য করিয়া চলা সন্তানের পক্ষে মুস্তাহাব্ব বা উত্তম হইবে।

পিতামাতার কোন আদেশ পালন করিতে গিয়া যদি কোন ওাজিব কাজ ছুটিয়া যাওয়ার আশংকা থাকে এবং পরে উহার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভবপর হয় তবে সে ক্ষেত্রে পিতামাতার আদেশ পালন করিতে হইবে। যথা, পিতা-মাতার সেবা ও পরিচর্যা করিবার কারণে যদি আওওাল অক্তে অথবা জামা'আতে নামায আদা করা সম্ভব না হয়, কিন্তু অক্তের মধ্যে আদা করা সম্ভব থাকে তাহা হইলে সন্তানের পক্ষে আওওাল অক্ত ও জামা'আত ছাড়িয়া দিয়া পিতা-মাতার সেবা করা ওাজিব হইবে।

তাহা ছাড়া যে কোন মুবাহ কথা বা মুবাহ কাজে সাধারণতঃ পিতামাতার মনঃকষ্ট হইতে পারে তাহাই বর্জনীয়।

الوالدين ঃ পিতামাতা। এখানে 'পিতামাতা' বলিয়া উর্ধ্বতন মূল পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ এই আদেশ দাদা-দাদী ও নানা-নানীদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য হইবে। কোন কোন ইমাম চাচা-ফুফু ও মামা-খালাকেও ইহার আওতার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

كان متكئا ঃ তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এখানে হেলান দেওয়ার বস্তুর উল্লেখ না থাকিলেও ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি কোন কিছুতে হেলান দিয়া বসিয়া রহিয়াছিলেন। কাজেই এই হাদীসটি এই অধ্যায়ে আনা সংগত হইয়াছে।

وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان...... ঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হেলান দেওয়া অবস্থায় কথা বলিতেছিলেন। অনন্তর, সোজা হইয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ও মিথ্যা কথা বলার পাপের গুরুত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ঐ সময়ে তিনি সোজা হইয়া বসিয়া

www.ahlehadeethbd.org

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার কথা ও মিথ্যা বলার কথা বারংবার উল্লেখ করিতে থকেন। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কুফর ও শিরক অপেক্ষাও গুরুতর? জওাব এই যে, কুফর ও শির্ক অপেক্ষা কোন কাবীরাহ গুনাহই গুরুতর নয়। কারণ কুফর ও শিরকের গুনাহ তাওবা ছাড়া কোনক্রমেই ক্ষমা করা হয় না; পক্ষান্তরে অপর যে কোন কাবীরাহ গুনাহ আল্লাহ তা'আলা নিজ রাহমাতে মাফ করিতে পারেন। তবে শির্কের তুলনায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এই দিক দিয়া গুরুতর যে, শির্ক কেবলমাত্র শির্ককারীকে ধ্বংস করিবে। তাহাতে অপর কোন মানুষের ক্ষতির বিশেষ সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া সমাজকে কলুষিত করে এবং তাহাতে বহু লোকের বহু ক্ষতি সাধিত হয়। মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীও তাহাতে ধ্বংস হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

شهادة الزور او قول الزور : মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অথবা মিথ্যা কথা বলা।

হাদীসটির এই ধরণের বর্ণনার তাৎপর্য এই যে, সম্পূর্ণ উক্তিটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্তি নয়। বরং ইহার তাৎপর্য এই যে, 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া' এবং 'মিথ্যা কথা বলা' এই দুইটির একটি মাত্র হইতেছে তাঁহার উক্তি। পরে কোন স্তরে কোন বর্ণনাকারীর মনে সেই কথাটি সন্দেহাতীতরূপে স্মরণ না থাকায় তিনি এই ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীস শাস্ত্রে এই ধরণের বহু বর্ণনা পাওয়া যায়।

বর্ণনাকারীর এই সন্দেহের সমাধান—রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রকৃতপক্ষে কোন্ উক্তিটি বলিয়াছিলেন অথবা উভয় উক্তিই বলিয়াছিলেন তাহা নির্ধারণ করিতে গিয়া দেখা যায় যে, ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে যে দুই স্থানে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন সেই দুই স্থানেরই বর্ণনা শামায়িলের এই বর্ণনারই অনুরূপ। কাজেই তাহাতে কোন ফায়সালা হয় না। তারপর দেখা যায় এই হাদীসটি সাহীহ বুখারীর চারি স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০২২ পৃষ্ঠার হাদীসটি ঠিক তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ না হইলেও সেখানেও বর্ণনাকারীর সন্দেহ দেখা যায়। সাহীহ বুখারীর ৩৬২ ও ৯২৮ পৃষ্ঠায় এইরূপ কোন সন্দেহ দেখা যায় না বটে, তবে উভয় স্থলেই কেবলমাত্র 'মিথ্যা কথা বলার' (قول الزور) উল্লেখ রহিয়াছে। ঐ দুই স্থানে 'মিথ্যা সাক্ষ্য দানের' কোনই উল্লেখ নাই। বাকী রহিল উহার ৮৮৪ পৃষ্ঠার হাদীসটি। এই এই হাদীসটিতে সন্দেহাতীত ভাবে উভয় কথাই 'এবং' শব্দযোগে উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে:—

"হুশিয়ার! আর মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" কাজেই বুঝা গেলো যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উভয় কথাই বলিয়াছিলেন। الزور শব্দটির অর্থ করিলাম 'মিথ্যা'। কিন্তু ইহা তাহার মূল অর্থ নয়; ইহা হইতেছে উহার ভাবার্থ। সিদ্ক্ (صدق) শব্দের অর্থ হইতেছে 'সত্য বলা' এবং উহার বিপরীতার্থক শব্দ হইতেছে কিযব্ বা কাযিব (كذب) মিথ্যা বলা। আর যূর (زور) শব্দটির আদি অর্থ হইতেছে 'কথা বাঁকান', 'সরলভাবে কথা না বলা', 'কথা বানাইয়া বলা' ইত্যাদি এবং ইহার বিপরীতার্থক শব্দ হইতেছে 'কাওলু সাদীদ' (قول سديد)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ওহে যাহারা ঈমান আনিয়াছ, তোমরা আল্লাহকে সমীহ করিয়া চলো এবং 'কাওল সাদীদ' বলো।"—সূরাহ আল্ আহযাব: ৭০ আয়াত। এই আয়াতে বর্ণিত 'কাওলু সাদীদ' এর বিপরীতই হইতেছে কাওলুয্-যূর। 'স্পষ্টভাবে মিথ্যা না বলিয়া ঘুরাইয়া পেঁচাইয়া মিথ্যা বলা, হইতেছে কাওলুয্-যূরের মূল অর্থ। কাজেই স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলা সন্দেহাতীত ভাবে কাবীরাহ গুনাহ হইবে।

حتى قلنا ليته سكت : অবশেষে আমরা মনে মনে বলিতে থাকিলাম, 'আহা! তিনি যদি চুপ করিতেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ কথাগুলি বারংবার বলিতে থাকায়

www.ahlehadeethbd.org

(১৩৩—৩) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن علي بن الاقمر عن ابي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا •

(১৩৪—৪) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علي بن الاقمر قال سمعت ابا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا •

(১৩৩—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইব্নু সা'ঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান শারীক, তিনি রিওায়াত করেন আলী ইব্নুল্ আক্মার হইতে, তিনি আবূ জুহাইফাহ হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "কিন্তু আমার কথা এই যে, আমি ঠেস দেওয়া অবস্থায় আহার করি না।"

(১৩৪—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু বাশ্শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুর রাহমান ইব্নু মাহ্দী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্য়ান, তিনি রিওায়াত করেন আলী ইব্নুল আক্মার হইতে, তিনি বলেন আমি আবূ জুহাইফাহ্কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, 'আমি ঠেস দেওয়া অবস্থায় আহার করি না।"

তাঁহার যে পরিশ্রম ও কষ্ট হইতেছিল তাহা দেখিয়া সাহাবীগণ কামনা করিতে থাকেন যে, তিনি যদি ঐ কথা বলা বন্ধ করিতেন তাহা হইলেই ভাল হইত। এইরূপ কামনা করা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি সাহাবীদের গভীর ভালবাসারই পরিচায়ক।

যে কথাটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বারংবার বলিতেছিলেন তাহা হইতেছে,

"الا وقول الزور وشهادة الزور"

"সাবধান! আর অসত্য কথা বলা ও অসত্য সাক্ষ্য দেওয়া।"

(১৩৩—৩) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ ৩।৯২ পৃষ্ঠা) বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীস এবং ইহার পরবর্তী হাদীস উভয়ই এক ; তবে এই হাদীসে 'কিন্তু আমার কথা এই' বাক্যাংশ যোগ করিয়া এই সম্পর্কে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরবর্তী হাদীসে দেওয়া হইতেছে।

(১৩৪—৪) এই হাদীসটি সাহীহ বুখারী : ৮১২ ও ৮১৩ পৃষ্ঠায়, সুনান আবূদাউদ : ২।১৭৩ পৃষ্ঠায় এবং ইব্নু মাজাহ : ২৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

হাদীস দুইটির তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হেলান দিয়া বা কোন কিছুতে ঠেস দিয়া বসিয়া আহার করিতেন না। কেননা হেলান দিয়া আহার করা হইতেছে (এক) পেটুকের কাজ, আর (দুই) অহংকারীর কাজ। আর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পেটুকও ছিলেন না, অহংকারীও ছিলেন না।

www.ahlehadeethbd.org

(١٣٥—٥) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ

(১৩৫—৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান য়ূসুফ ইব্‌নু ঈসা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান অকী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ইসরাঈল, তিনি রিওয়ায়াত করেন সিমাক ইব্‌নু

বসিতে সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে শোওয়া অবস্থায় আহার গ্রহণ করা আরও বেশী গর্হিত কাজ। হাঁ, প্রধান আহার গ্রহণের পরে দুই একটি ফল বা পিষ্টক ইত্যাদি শুইয়া শুইয়া খাইতে কোন দোষ নাই। হুজ্জাতুল্ ইসলাম বলেন, একদা হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু অজহাহু পেটের ভারে উপুড় হইয়া একটি পিষ্টক খান; আর আরবদের মধ্যে এই ভাবে সামান্য ফল-ফলারী খাওয়া প্রচলিতও ছিল।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহারের নিয়ম পদ্ধতি— আহার করিবার সময় তিনি কোন কিছুতে ঠেস দিতেন না, কোন কিছুতে হেলান দিতেন না, বাম ধারে কাত হইয়া বসিতেন না বা বাম হাত দ্বারা মাটির উপর ভর দিয়া বসিতেন না।

সাহীহ মুসলিম: ২।১৮০ পৃষ্ঠায় এবং সুনান আবু দাউদ: ২।১৭৩ পৃষ্ঠায় আনাস রাঃ-এর যবানী বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দুই পায়ের নলা খাড়া রাখিয়া পাছার ভারে বসা অবস্থায় খুরমা খাইতে দেখেন। ইমাম নাওয়াওয়ী এই হাদীস ও হেলান দেওয়া অবস্থায় তাঁহার আহার না করার হাদীসগুলি আলোচনা করিয়া বলেন যে, এই হাদীসটির তাৎপর্য হইতেছে এই, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক পায়ের উপর অপর পা রাখিয়া পাছার ভরে আসন-পিঁড়ী হইয়া বসিয়া আহার করিতেন না। ইমাম নাওয়াওয়ী আরও বলেন, বিনা কারণে এবং সংগত কোন ওজর ছাড়া আসন-পিঁড়ী হইয়া বসিয়া আহার গ্রহণ করাকে আলিমগণ মাকরূহ বলেন।

সুনান ইব্‌নু মাজাহ: ২৬২ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্‌নু বুসর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, একদা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ছাগলের পাক করা কিছু গোশ্‌ত হাদীয়াহ দেওয়া হইলে তিনি পদতলের উপর ভর দিয়া হাঁটু খাড়া রাখিয়া বসিয়া অথবা দুই হাঁটু গাড়িয়া (আত্তাহীয়াতে বসার মত) বসিয়া তিনি উহা খাইতে থাকেন। তাহাতে একজন গ্রাম্য লোক বলিয়া উঠে, "ইহা আবার কী রকম বসা! (অর্থাৎ সাধারণ মামুলী কদরের লোকে এই ভাবে বসিয়া খায়। আর আল্লাহের রাসূল সকল সম্ভ্রান্তের শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত। কাজেই সম্ভ্রান্ত লোকে যে ভাবে বসিয়া খায় সেই ভাবে বসিয়া খাওয়াই তাঁহার পক্ষে শোভনীয়।)" তাহাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ আমাকে তাঁহার একজন সম্মানিত গোলাম করিয়াছেন। আমাকে কোন দুর্দান্ত, প্রতাপশালী লোক করেন নাই। (কাজেই গোলামের পক্ষে যে ভাবে বসিয়া আহার করা উচিত আমি সেই ভাবেই বসিয়া আহার করি।)"

তুহ্‌ফাহ গ্রন্থকার আবু জুহাইফার হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসংগে সুনান ইব্‌নু মাজাহ গ্রন্থের আবদুল্লাহ ইব্‌নু বুসর বর্ণিত হাদীসটি উধৃত করেন এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহারকালীন বসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরিশেষে তিনি বলেন,

আহারকালে বসিবার মুস্‌তাহাব্ব পদ্ধতি এই যে, দুই পদতলের উপর ভর দিয়া হাঁটু খাড়া করিয়া উবু হইয়া বসিবে। অথবা

বাম পা মাটিতে বিছাইয়া, ডান হাঁটু খাড়া রাখিয়া বসিবে।

(১৩৫—৫) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামী' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ: ৪।১৩ পৃষ্ঠা) বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই হাদীসটি ইমাম দারিমী, আবু 'আওয়ানাহ ও ইব্‌নু হিব্বান তাঁহাদের গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

متكئا علي وسادة •

قال ابوعيسي لم يذكر وكيع على يساره، هكذا روى غير واحد عن

اسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم احدا روى فيه على يساره، الا ما روى

اسحق بن منصور عن اسرائيل •

হারব্ হইতে, তিনি জাবির ইবনু সামুরাহ হইতে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বালিসের উপর ঠেস দেওয়া অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

আবূ ঈসা (ইমাম তিরমিযী) বলেন, ইসরাঈলের শিষ্য অকী 'তাঁহার বামে' (على يساره) কথাটি উল্লেখ করেন নাই। এইভাবে ইসরাঈলের একাধিক শিষ্য অকী' এর রিওয়ায়াতের মত 'তাঁহার বামে' কথাটি ছাড়া রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ইসরাঈলের শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র ইস্‌হাক ইবনু মানসূর 'তাঁহার বামে' কথাটি বলেন। তিনি ছাড়া অপর কেহ এই হাদীসে 'তাঁহার বামে' কথাটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।

এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীস এবং এই হাদীস উভয়ই প্রায় এক। শুধু তফাৎ এই যে, প্রথমটিতে 'বাম ধারে' (على يساره) বেশী রহিয়াছে, কিন্তু এই হাদীসে ঐ অংশটুকু নাই। উভয় হাদীস সানাদে একটিই হাদীস। সানাদের তৃতীয় স্তরের 'ইসরাঈল' এর শিষ্যদের মধ্যে কেবলমাত্র 'ইস্‌হাক' এর রিওয়ায়াতে 'বাম ধারে' কথাটি বেশী রহিয়াছে। ইসহাক ছাড়া ইসরাঈলের অপর কোনও শিষ্যের রিওয়ায়াতে এই অংশটি নাই। এই কারণেই অধ্যায়ের প্রথম হাদীসটি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন 'হাসান গারীব'। আর এই হাদীসটীকে বলেন 'সাহীহ'। হাদীসটির পরের অনুচ্ছেদে ইমাম তিরমিযী এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

যাহা হউক, প্রথম হাদীসে 'বাম ধারে' রহিয়াছে বলিয়া ইহার তাৎপর্য এই নয় যে, 'ডান ধারে' বা 'পেছন ধারে' ঠেস দেওয়া চলিবে না। বরং মজলিস প্রধানের পক্ষে যে ভাবে হেলান দেওয়া সুবিধাজনক হয় সেই ভাবে মজলিসের মধ্যে হেলান দিয়া তাঁহার বসিতে কোন দোষ নাই। ইহাই সকল আলিমের মত। 'বাম ধারে' এই খণ্ডটিকে নৈমিত্তিক নিয়ন্ত্রণ (قيد اتفاقى) গণ্য করা হয়। ইহাকে অপরিহার্য নিয়ন্ত্রণ (قيد احترازى) বলিয়া গণ্য করা হয় না।

www.ahlehadeethbd.org

আহলুর্ রায় ও আহলুল্ হাদীসগণের ইস্তিদ্লাল ও ইজতিহাদী বৈশিষ্ট্য

(৬৫-এর পাতার পর)

"যখন তুমি নামায পড়িতে দাঁড়াইবে তখন ভালভাবে উযূ করিবে। অতঃপর কেবলামুখী হইয়া তাকবীর বলিবে। তারপর কুর্আন হইতে যাহা সহজ হয় তাহা পাঠ করিবে। অতঃপর রুকূ করিবে। বুখারী (ফাৎহ ১ | ৪৯৪) ১০৪—৫, মুস্লিম (নববী সহ) ১ | ১৭০। আবূ দাউদের হাদীসে রিফা'আহ ইব্নু রাফি' হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নাবী সঃ বলিয়াছেন,

اذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرء بام القران •

'এবং যখন তুমি নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন কিবলামুখী হইয়া তাকবীর বল। অতঃপর উম্মুল কুরআন বা সূরাহ ফাতিহা পাঠ কর।'

উল্লিখিত হাদীস দুইটির বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজেই প্রতীয়মাণ হইবে যে, 'মা তায়াস্সারা' বা 'যাহা কিছু সহজ হয়' এর তাৎপর্য হইতেছে উম্মুল কুরআন বা সূরাহ ফাতিহা। আর আলোচ্য সূরাহ মুয্যা—ম্মিলের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইমাম, মুক্তাদী, একা নামাযী সকলের জন্য সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লামা নববী বলেন,

واما حديث اقرء ما تيسر فمحمول على الفاتحة فانها متيسرة او على ما زاد على الفاتحة بعدها او على من عجز عن الفاتحة •

অর্থাৎ হাদীসে 'মা তায়াস্সারা' পড়িবার যে নির্দেশ রহিয়াছে তাহা সূরাহ ফাতিহার উপর প্রযোজ্য হইবে। কেননা (পুনঃ পুনঃ পঠিত হওয়ার কারণে) উহাই সহজ অথবা সূরাহ ফাতিহার পরে পঠিত অংশও হইতে পারে। অথবা যে ব্যক্তি ফাতিহা পড়িতে অক্ষম তাহার উপর প্রযোজ্য হইবে। (নববী : ১।১৭০)।

ইমাম খাত্তাবী বলেন,

ظاهر الاطلاق التخيير ولكن المراد به فاتحة الكتاب •

'মা তায়াস্সারা' ব্যাপক (مطلق) বিধায় উহার প্রকাশ্য তাৎপর্য কুরআনের যে কোন অংশ হইলেও উহার উদ্দেশ্য হইতেছে সূরাহ ফাতিহা (ফাতহুল বারী : ১।৪১৫)। আল্লামা নাওাওীর ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, সূরাহ ফাতিহা ছাড়া নামায সিদ্ধ হইবেনা। সূরাহ ফাতিহা পাঠে অসমর্থ ব্যক্তি ব্যতীত সকলের জন্য উহা পাঠ করা ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ এবং জুমহুর উলামায়ে ছাহাবা, তাবি'ঈ এবং পরবর্তী বিদ্বানগণের অনুসৃত নীতি বলিয়া ইমাম নাওাবী উল্লেখ করিয়াছেন।

এখানে লক্ষণীয় এই যে, কুর্আনের فاقرءوا ما تيسر আয়াতের তাৎপর্য সূরাহ ফাতিহার পরে পঠিত কুরআনের অপর অংশের উপরেও প্রযোজ্য হইতে পারে। কেননা, সুনান আবূ দাউদের একটি হাদীসে আছে। সাহাবী বলেন,

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر •

সূরাহ ফাতিহা পড়িতে এবং 'মা তা-য়াস্সারা' পড়িতে রাসূলুল্লাহ সঃ আমাদিগকে আদেশ করেন। ইমাম বাইহাকী 'মা তায়াস্-

www.ahlehadeethbd.org

সারা’ এর উভয় তাৎপর্য বর্ণনা করিবার পরে বলেন যে, উহার সূরাহ ফাতিহা তাৎপর্য গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত। তিনি বলেন,

ثم قراءة الفاتحة اولي السور والايات بوقوع ماتيسر عليها لسهولتها على الالسن وابتداء المتعلمين بتعليمها او استفتاح المصلين صلوته غير الفاتحة فان اراد ان يقرأ غيرها بدأ بها .

‘মা তায়াস্‌সারা’ এর অর্থ সূরাহ ফাতিহা গ্রহণ করা কুরআনের অপর সূরাহ এবং আয়াত সমুহ গ্রহণ হইতে উত্তম। কেননা, উহাই জবানে (পুনঃ পুনঃ পঠিত হওয়ার কারণে) আমাদের জন্য সহজ আর সকল শিক্ষার্থী সর্ব প্রথমে ঐ সূরাহটী শিক্ষা করিয়া থাকে। মুসল্লীগণ তাহাদের নামায সূরাহ ফাতিহা দ্বারা আরম্ভ করে। তবে সে যদি উহা ব্যতীত অন্য কিছু পড়িতে ইচ্ছা করে তবে সে প্রথমে সূরাহ ফাতিহা পড়িয়া লইবে। (কিতাবুল কিরাআত লিল্‌বায়হাকী ঃ ৬ পৃঃ।) আবার সূরাহ মুয্‌যাম্‌মিলের **فاقرءوا** শব্দের অর্থ নামায গ্রহণ করিলে উক্ত আয়াত দ্বারা মুত্‌লাক কিরাআতকে ফরয প্রমাণিত করা এবং “সূরাহ ফাতিহা ব্যতিরেকে কাহারও নামায হইবে না” হাদীসের সাহায্যে ফর্‌যিয়াতের গুরুত্ব হ্রাস করিয়া ওয়াজিব প্রতিপন্ন করা বৈধ হইবে না। ইমাম খাতীব শারবিনী উক্ত কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিতেছেন ঃ—

واذا كان ذلك عني قيام لا في قدر القرءة فلا دليل فيه على ان الفاتحة لا تتعين في الصلوة بل هي متعينة في كل ركعة لخبر الصحيحين لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب

لخبره لا تجزي صلوة لا يقرء فيها بفاتحة الكتاب رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما ولفعله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم مع خبر البخاري كما رأيتموني اصلي

فاقرءوا শব্দটি যখন কিরাআত অর্থে প্রয়োগ না করিয়া কিয়ামের (নামাযের) অর্থে গৃহীত হইবে তখন উহা হইতে এইরূপ কোন দালীল গ্রহণ করা যাইবে না যে, সূরাহ ফাতিহা নামাযের জন্য নির্দিষ্ট (অঙ্গ) নহে, বরং তখন নামাযের প্রত্যেক রাকআতে উহা নির্ধারিত (রুকন) হওয়ার দালীল হইবে বুখারী ও মুসলিমের হাদীস—‘যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তাহার নামায (কবুল) হয় না’ এবং যে নামাযে সূরাহ ফাতিহা পড়া হয় না, সেরূপ নামায যথেষ্ট হয় না’ এবং ইমাম ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বানের স্ব-স্ব সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস। আরও সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীসের মর্ম অনুসারে এবং রাসূলুল্লাহ সঃ এর কার্য্যক্রমের মাধ্যমেও দালীল গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেননা তিনি বলিয়াছেন তোমরা আমাকে যেরূপভাবে নামায পড়িতে দেখিয়াছ, ঐ রূপে নামায সমাধা কর।

তাফসীর সিরাজুম্ মুনীর ঃ ৪।৩৪৮ পৃষ্ঠায় বলা হয় যে, ‘মা তায়াস্-সারা’ এর ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসূন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, উহা হানাফী বিদ্বানগণ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। আল্লামা আবূস্ সু‘উদ হানাফী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

(فاقرءوا ما تيسر من القرآن) فصلوا ما تيسر لكم من صلوة الليل عبر عن الصلوة بالقرءة كما عبر عنها

www.ahlehadeethbd.org

بسائر اركانها •

"ফাক্‌রা'উ মা তায়াস্‌সারা' এর অর্থ এই হইবে যে, রাত্রির তাহাজ্জুদ নামায ব্যাপারে তোমার পক্ষে যত পড়া সহজ হয় তত পড়। এখানে 'কিরাআত' বলিয়া 'নামায' তাৎপর্য গ্রহণ করা হইয়াছে। যেভাবে নামাযের অপর আরকান (যথা, রুকু' সিজদা ইত্যাদি) বলিয়া নামায বুঝানো হইয়াছে।" তাফসীর আবুস্ সু'উদ (কাবীর সহ) ঃ ৮ | ৩৪৫ পৃঃ। আল্লামা যামাখশারী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে লিখেন—

وعبر عن الصلوة بالقراءة لانها بعض اركانها كما عبر عنها بالقيام والركوع والسجود يريد فصلوا ما تيسر عليكم ولم يتعذر من صلوة الليل •

'কিরাআত' অর্থে নামায এই জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে যে, উহা নামাযের একটি রুকন, যেমন কিয়াম, রুকু' এবং সিজদা বলিয়া নামায বুঝানো হইয়াছে। অতএব ইহার অর্থ হইতেছে, রাত্রির (তাহাজ্জুদ) নামাযের ব্যাপারে বিনা ক্লেশে যাহা তোমার পক্ষে সহজ হয়, উহাই পড়। তাফসীর কাশ্‌শাফ ঃ ২ | ৫০১ পৃঃ। অনুরূপ মতের সমর্থনে হানাফী বিদ্বানগণের মধ্যে আল্লামা আলুসী, আল্লামা নসফীও স্ব-স্ব তাফসীরে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা ইবরাহীম সিয়ালকুটী ছাহেব বলেন যে, মুহাদ্দিসূন কিরাম এবং শাফিঈ বিদ্বানগণের তাফসীর সমূহে উক্ত আয়াতে 'কিরাআত' অর্থে নামায গৃহীত হইয়াছে। দেখুন তাফসীর ইব্‌নু কাসীর, তাফসীর কাবীর, সিরাজুম্‌মুনীর, ফাতহুলবায়ান, বায়যাভী, খাযিন, মা'আলিমুত্-তান্‌যীল, জামি'উল-বায়ান প্রভৃতি।

উক্ত আলোচনার সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে, فاقرءوا আয়াত দ্বারা সাধারণ ভাবে সর্বপ্রকার নামাযে 'মুত্‌লাক্' কিরাআত অর্থাৎ যে কোন আয়াত পড়া প্রমাণিত হয় না। কাজেই সূরাহ ফাতিহা পাঠের নির্দেশমূলক হাদীসগুলির সহিত উক্ত আয়াতের মোটেই কোন বিরোধ নাই। অতএব সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ফরয প্রমাণিত হইল। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবার আশংকায় এক্ষনে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সূরাহ ফাতিহা পাঠের নির্দেশমূলক কতকগুলি সাহীহ হাদীসের অনুবাদ সংকলন করিয়া দিতেছি। অতঃপর আহলুর্‌রায় বিদ্বানগণের দালীলগ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করিব।

(ক) হযরত 'উবাদাহ ইব্‌নুস সামিত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি নামাযে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে না, তাহার নামায হয় না"—বুখারী, মুস্‌লিম, আবূদাউদ, তিরমিযী, নাসা'ঈ, ইব্‌নু মাজাহ প্রভৃতি। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সঃ এর নির্দেশ ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় হাফিয ইব্‌নু আব্‌দিল বার্‌র্ শারহু মুয়াত্তায়, আল্লামা কাসতাল্লানী, আল্লামা কিরমানী প্রভৃতি স্ব-স্ব ভাষ্যে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠের অপরিহার্য্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। ইমাম খাত্তাবী বলেন, هذا عموم لا يجوز تخصيصه الا بدليل 'উক্ত হাদীসটী ব্যাপক অর্থবোধক। কোন দালীল ব্যতিরেকে উহাকে খাস সাব্যস্ত করা জায়িয হইবেনা।' মা'আলিমুস্ সুনান ঃ ১।২০৫।

ইমাম আহমাদ ইব্‌নু হাম্‌বাল সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

واختار احمد مع هذا القراءة خلف

www.ahlehadeethbd.org

Contents

الامام وان لايدرك الرجل فاتحة الكتاب وان كان خلف الامام .

'ইহা সত্বেও ইমাম আহমদ ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়াই পসন্দ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কোন নামাযী ইমামের পিছনে থাকিলেও সে সূরাহ ফাতিহা পড়া পরিত্যাগ করিবে না।' (জামি' তিরমিযী ঃ ইমামের পিছনে কিরাআত অধ্যায়।) ইমাম তিরমিযী এই মাস্-আলাহ সম্পর্কে বিদ্বানগণের মতভেদের উল্লেখ প্রসংগে লিখিয়াছেন যে, সাহাবা, তাবি'উন ও তাঁহাদের অনুসারীগণ, ইমাম মালিক, ইব্নুল্ মুবারাক, শাফি'ঈ, আহমাদ এবং ইসহাক ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।'

[ইমাম তিরমিযী সাহাবী জাবির রাঃ এর একটি উক্তি উল্লেখ করেন। উহা এই, 'ইমামের পিছনে না থাকা অবস্থায় কেহ যদি নামাযে সূরাহ ফাতিহা না পড়ে তবে তাহার নামায সিদ্ধ হইবে না।

উহার পরে ইমাম তিরমিযী বলেন, এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আহমাদ বলেন, 'এই তো এক জন সাহাবী পাওয়া যায় যিনি রাসূলুল্লাহ সঃ এর হাদীসটির এই তাৎপর্য বর্ণনা করেন যে, কেহ একাকী নামায পড়িলে সে যদি সূরাহ ফাতিহা না পড়ে তবে তাহার নামায হইবে না।'

ইহার পরে ইমাম তিরমিযী বলেন, ইহা সত্বেও ইমাম আহমাদ ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়াই পসন্দ করিয়াছেন।···সম্পাদক]

(খ) হযরত আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নামাযে উম্মুল কুরআন পড়িল না, তাহার নামায অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিনষ্ট, বিনষ্ট, বিনষ্ট।" হযরত আবূ হুরাইরা রাঃ কে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'আমরা যখন ইমামের পিছনে নামায পড়িব, তখন কি করিব?' তিনি বলিলেন, 'সূরাহ ফাতিহা মনে মনে পড়িয়া লইবে।'—মুসলিম (নববী সহ) ঃ ১।১৬৯ পৃঃ। উল্লিখিত হাদীসে অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিনষ্ট-বিনষ্ট-বিনষ্ট (خداج) শব্দটী প্রণিধান যোগ্য। উক্ত হাদীসে তিনবার 'খিদাজ' বলার পরে চতুর্থ পর্যায়ে 'অসম্পূর্ণ' বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হাফিয ইব্নু আব্দিল বার্র তাঁহার 'ইস্তিয্কার' গ্রন্থে, ইমাম খাত্তাবী মা'আলিমুস সুনান গ্রন্থে এবং আল্লামা 'আলকামী ইমাম যুর্কানী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুর্তাযা যাবিদী, প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ বিদ্বানমণ্ডলী উক্ত 'খিদাজ' সম্বলিত হাদীসের কারণে প্রত্যেক নামাযে সূরাহ ফাতিহা পাঠের অপরিহার্য্যতা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন—জুয্'উল্ কিরাআত লিল্ বুখারী—৫৩ পৃঃ, শারহু মুওাত্তা ১।৫৯ পৃঃ প্রভৃতি।

(গ) হযরত 'উবাদাহ রাঃ বর্ণনা করিতেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ কে বলিতে শুনিয়াছি যে "ইমাম হউক অথবা মুক্তাদী, যে ব্যক্তি নামাযে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে না, তাহার নামায হয় না।"—কিতাবুল্-কিরাআত।—৪১ পৃঃ।

(ঘ) হযরত 'উবাদাহ রাঃ বলেন রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়ে, তাহার পক্ষে সূরাহ ফাতিহা পড়া কর্তব্য'। তাবরাণী ঃ জামি' সাগীর ২।১৪৯।

(ঙ) হযরত 'উবাদাহ রাঃ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সঃ উচ্চস্বরে কিরাআত করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

আমাদিগকে (ফজরের) নামায পড়াইলেন। অতঃপর (নামায হইতে ফারিগ হইয়া) বলিলেন, দেখ, আমি যখন উচ্চ শব্দে কিরাআত করিব, তখন তোমাদের কেহই সূরাহ ফাতিহা ছাড়া কিছুই পড়িবে না।" আবু দাউদ, তিরমিযী নাসা'ঈ। (মিশকাত ৮২ পৃঃ)।

(চ) নাফি' ইব্নু মাহমূদ বর্ণনা করিতেছেন যে, একদা আবূ নু'আইম উচ্চ আওয়াযে কিরাআত করিতেছিলেন এবং তাঁহার পিছনে মুক্তাদী হইয়া 'উবাদাহ ইব্নুস্ সামিত নামায পড়িতেছিলেন। ঐ সময় আমি 'উবাদাহ রাঃ কে সূরাহ ফাতিহা পড়িতে শুনিলাম। অনন্তর (নামায শেষে) আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আবূ নু'আইম যখন উচ্চস্বরে কিরাআত করিতেছিলেন, তখন আমি আপনাকে কিরাআত করিতে শুনিলাম। তিনি বলিলেন, "হাঁ, রাসূলুল্লাহ সঃ একদা আমাদিগকে এমন এক নামায পড়াইলেন যাহাতে তিনি উচ্চ স্বরে কুরআন পড়িলেন। তারপর নামায শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যখন উচ্চস্বরে কিরাআত করি, তখন তোমাদের মধ্যে কেহ কি কিছু পড়িয়া থাক?" আমরা বলিলাম, "হাঁ, য়া রাসূলুল্লাহ।" তখন তিনি বলিলেন, "তাই আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম যে, কি হইল্! কুরআন পাঠে আমার গোলমাল বাধিতেছে কেন! অতএব যখন আমি উচ্চস্বরে কিরাআত করিব, তখন তোমরা সূরাহ ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছুই পড়িও না।" দারাকুতনী ঃ ১।১২১ পৃঃ। ইমাম বায়হাকীও বিস্তারিতভাবে উহা বর্ণনা করিয়াছেন ২।১৬৫ পৃঃ। কিতাবুল কিরাআত ঃ ৪২ পৃঃ, হাকিম ১।২৩৮ পৃঃ।

(ছ) হযরত আনাস রাঃ বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সঃ সাহাবীদের সহিত একদা নামায পড়িলেন। অতঃপর নামায শেষে তিনি তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "যখন ইমাম কুরআন পড়ে, তখন তোমরাও কি নামাযের মধ্যে উহা পড়িয়া থাক?" এই একই কথা যখন তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন একজন বা কয়েকজন ছাহাবী বলিলেন, "হাঁ, আমরা পড়িয়া থাকি।" তখন তিনি বলিলেন, "দেখ, এইরূপ করিও না, আর সূরাহ ফাতিহা আস্তে আস্তে পড়িয়া লইবে।" যও'উল কিরাআত ৫৯ পৃঃ। উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত নামাযই হইবে না। আর ইমাম যখন উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করিবেন, তখন মুক্তাদীরা নিম্ন স্বরে মনে মনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিবে। আরও হযরত 'উবাদাহ উক্ত হাদীসটি রসূলুল্লাহ সঃ হইতে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হযরত আনাস রাঃ, হযরত আবূহুরাইরা রাঃ এবং হযরত আবূ উমামাহ রাঃ হইতেও এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে জুমহুর মহাদ্দিসূন কিরামের সিদ্ধান্ত সুধী পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, তাঁহারা আলোচ্য বিষয়টি কুরআন ও হাদীসের সাহায্যে কিভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে হানাফী বিদ্বান গণের ইসতিদ্লাল (দলিল গ্রহণ পদ্ধতি) শারা'আতের পরিপন্থী। কেননা তাঁহারা প্রথমেই একটি আস্ল্ বা সূত্র নিজেদের তরফ হইতে রচনা করিয়া অতঃপর উহার ছাঁচে 'নাস্স্' (কুরআন বা হাদীস) সমূহকে যাঁচাই করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উহা

www.ahlehadeethbd.org

وتراهم يقرؤون كتب الحديث ويطالعونها ويدرسونها لا ليعملوا بها بل ليعلموا دلائل من قلدوه وقابل ما خالف قوله ويبالغون في في المحامل البعيدة واذا عجزوا عن المحامل قالوا من قلدناه هو اعلم منا بالحديث.....واذا مر عليهم حديث يوافق قول من قلدوه انبسطوا واذا مر عليهم حديث يخالف قوله او يوافق مذهب غيره انقبضوا .

এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা (ফকীহ্‌গণ) হাদীসের কিতাব সমূহ পঠন ও পাঠন এবং অধ্যাপনা ও আলোচনা করেন, উহা আমল করিবার জন্য নহে বরং তাহারা যাঁহার তাকলীদ করিয়া থাকেন তাঁহার দালীলগুলি জানিবার জন্য এবং তাঁহার উক্তির বিপক্ষে যে সব দালীল আছে তাহার অপব্যাখ্যা জানিবার জন্য। অনন্তর তাঁহারা ঐ বিপক্ষীয় দালীলগুলির দূর দূর সম্পর্ক-বিশিষ্ট অর্থ বর্ণনা করিয়া থাকেন আর ইহাতে অপারগ হইলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে, আমরা যাঁহার (যে ইমামের) তাকলীদ করিয়া থাকি, তিনি আমাদের চাইতে হাদীস অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন।...(আরও তাঁহাদের অবস্থা এই যে,) তাঁহারা যাঁহার তাকলীদ করিয়া থাকেন তাঁহার মতের সমর্থনে যদি উসূলী বিধানের অনুকূলে হইলে তো উত্তমই হইল। অন্যথায় তাঁহারা উক্ত উসূলকে কায়িম রাখিয়া হাদীসের তা'বিল (পরোক্ষ ব্যাখ্যা) অথবা কোন না কোন কাইদ বা শর্ত আরোপ করিয়া বসেন। (১) ইহা আমাদের নিজস্ব উক্তি নহে। শাইখ 'ইযুদ্দীন বলেন,

ومن العجب العجاب أن الفقهاء المقلدين يقف احدهم على ضعف مأخذ امامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنة والاقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد امامه بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة ويتاولها بالتاويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده .

বড়ই আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাকলীদপন্থী ফাকীহ্‌গণ স্বীয় ইমামের দালীলের দুর্বলতা জ্ঞাত হইয়া উহার দুর্বলতা স্থালনের জন্য কোন জওয়াব দিতে না পারিলেও তাঁহারা স্বীয় ইমামের তাক্‌লীদ করিয়া থাকেন। এবং অথর্বভাবে নিজ নিজ মাযহাবের ইমামের অন্ধ অনুসরণের ফলে এমন ব্যক্তির কথা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন যাঁহার উক্তি কুর্‌আন ও হাদীস এবং সহীহ কিয়াসের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। বরং তাঁহারা কুর্‌আন এবং হাদীসের প্রকাশ্য অর্থকে রদ করিবার জন্য বাহানা তালাশ করেন এবং ভিত্তিহীন ও (সঠিক অর্থ হইতে) দূরবর্তী তাৎপর্য বাহির করেন, নিজে যাহার তাকলীদ করেন তাঁহার পক্ষ হইতে যুঝিবার উদ্দেশ্যে।—হাকীকাতুল ফিকাহ ১।৮১, ইরশাদ ৮৭ পৃঃ এবং হুজ্জাতুল্লাহ ঃ ১।১২৪—حكاية حال الناس قبل.....

আল্লামা হায়াত সিন্ধি বিরচিত 'রিসালাহ' মধ্যে লিখিত হইয়াছে,

(১) আল্লামা ইব্‌রাহীম শিয়ালকুটী সাহেব বলেন, "আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর লিখিত রিসালাহ 'ফাস্‌লুল খিতাব' এর ভিত্তি ও রচনা সমস্তই উক্ত নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত।" সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল্লাহ রৌপড়ী "কেতাবুল মুস্‌তাতাব" গ্রন্থে উক্ত পুস্তকের যথোপযুক্ত সমালোচনা করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

তাঁহারা কোন হাদীস পান তবে খুশী হন এবং যখন উহা তাঁহাদের ইমামের মতের বিরোধী হয় তখন তাঁহারা সংকীর্ণ-মনা হইয়া পড়েন (সংক্ষেপ)—হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ১।৮৩, ইরশাদ ঃ ৯০ পৃঃ।

আল্লামা আবদুর রাহমান আবুশামা বলেন,

وقد حرم الفقهاء في زماننا النظر في كتب الحديث والآثار والبحث عن فقهها ومعانيها ومطالعة الكتب النفيسة المصنفة في شروحها وغريبها بل افنوا زمانهم وعمرهم في النظر في اقوال من سبقهم من متاخري الفقهاء وتركوا النظر في نصوص نبيهم المعصوم عن الخطاء صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الذين شاهدوا الوحي وعاينوا المصطفى وفهموا نفائس الشريعة ۔

আমাদের যুগের ফাকীহগণ হাদীস ও আসারের কিতাব সমূহে মনোনিবেশ করা, হাদীস ও আসারে নিহিত মাস্আলা ও উহার অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা এবং উহার ব্যাখ্যা ও কদাচিৎ-ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থসম্বলিত অমূল্য ভাষ্য গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা নিজেদের জন্য হারাম করিয়া ফেলিয়াছেন। বরং তাঁহারা তাঁহাদের সময় ও জীবন তাঁহাদের পূর্বের মুতাআখ্খিরূণ ফাকীহদের উক্তিগুলির আলোচনা-বিবেচনায় ধ্বংস করিয়া চলিয়াছেন এবং ভুলভ্রান্তি হইতে রক্ষিত মা'সূম নাবীর স্পষ্ট উক্তি গুলির এবং অহঈর প্রত্যক্ষ দর্শন-কারী শারী'আতের মূল্যবান ভাণ্ডার সম্পর্কে জ্ঞানী সাহাবীদের আসার (উক্তি ও কার্যাবলী) সম্পর্কে আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন।—হাকীকাতুল-ফিকহ ঃ ৮২, ও ইরশাদ ঃ ৮৭ পৃষ্ঠা। আল্লামা আবদুল হাই লাখনাভী 'উমদাতুর রি'আয়াহ' গ্রন্থে (প্রচলিত শারহ বিকায়ার হাশিয়াতে) ফাকীহদের হাদীসশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া কোন্ কোন্ ফিকহ গ্রন্থের উপর আমল করা যাইবে না, তাহার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবার ভয়ে আমরা উহা বাদ দিলাম। অতঃপর আমরা শাহ ওলীয়ুল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাবীর উক্তি নকল করিয়া দিতেছি। তিনি হানাফী ফিকহ ও উসূল সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

اني وجدت بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة هو قول ابي حنيفة وصاحبيه ولا يفرق بين القول المخرج وبين ما هو قول في الحقيقة......وليس مذهبا في الحقيقة ۔

"আমি কোন কোন ব্যক্তিকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, যে সমস্ত মাস্আলা ফিকহের বড় বড় ব্যাখ্যাগ্রন্থে ও ফাতাওার কিতাবসমূহে পাওয়া যায় উহা সবই ইমাম আবুহানীফা ও তাঁহার দুই শিষ্য (ইমাম আবু য়ূসুফ ও মুহাম্মদ) এর উক্তি। ঐ গ্রন্থ-গুলিতে যাহা আছে তাহার কোন্গুলি তাঁহা-দের উক্তি এবং কোন্গুলি কার্খী, তাহাবী বা ইবনুল হুমাম প্রভৃতি ইমামের উক্তি তাহার মধ্যে তাহারা কোন বাচ-বিচার করে না। বস্তুতঃ শেষোক্ত ইমামদের মতগুলি মাযহাবের অঙ্গীভূত নহে। তিনি আরও বলেন

بعضهم يزعم ان بناء المذاهب على هذه المحاورات الجدلية المذكورة في مبسوط السرخسي والهداية والتبيين ونحو ذالك ولا يعلم ان اول من اظهر ذالك فيهم المعتزلة وليس عليه بناء مذهبهم ثم استطاب ذالك المتاخرون ۔

[পরের পাতার নীচে দেখুন]

www.ahlehadeethbd.org

॥ শাইখ আবদুর রাহীম ॥

'ঈদ বা আনন্দ উৎসব'

(হুজ্জাতুল্লাহ ঃ আল্'ঈদ্যান অবলম্বনে)

মানব সমাজ গড়িয়া উঠার সংগে সংগে সমাজের মধ্যে বহু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইহা সমাজ চরিত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য স্বাভাবিক ব্যাপার। সেই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে 'ঈদ বা আনন্দ উৎসব অন্যতম। প্রাচীন সভ্যতার দেশ মিসর সম্বন্ধে আমরা হযরত মূসা আঃ-এর যামানার যে বিবরণ কুরআন মাজীদে পাই তাহাতে দেখি যে, একদিকে হযরত মূসা আঃ এবং অপর দিকে মিসর-রাজ ফির্'আউন ও তাহার যাদুকরদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যে দিনটি স্থির হয় তাহা ছিল ফির্'আউন পক্ষীয় কিব্তী জাতির আনন্দ উৎসব বা 'ঈদের একটি দিন। ঐ দিনটিকে কুরআন মাজীদের ভাষায় য়াওমুয্-যীনাত বা সাজ-সজ্জার দিন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাফসীরকারগণ ঐ দিনটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঐ দিনটি ছিল তাহাদের নববর্ষের উৎসবের অথবা অপর কোন পূজা-পার্বনের দিন। যাহা হউক, তাহাদের ঐ মেলা উৎসবে নির্দিষ্ট এক স্থানে বহু লোকের সমাগম হইত এবং উভয়-পক্ষই নিজেদের জন্যে যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক লোককে নিজেদের দলভুক্ত করিতে পারিবে, এই আশায় ঐ দিনটি সম্পর্কে তাঁহারা এক মত হন।

অনুরূপভাবে ঐ সময়ে ইসরাঈলীদেরও 'ঈদ বা আনন্দ উৎসবের জন্য একটি দিন নির্ধারিত ছিল। ঐ দিনে তাহার আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই যথাসম্ভব উত্তম বেশভূষা ও সাজ-সজ্জা করিয়া আনন্দ, আহ্লাদ ও স্ফূর্তি করিত এবং সেই উদ্দেশ্যে ইসরাঈলী মহিলাগণ নিজ নিজ কিব্তী মহিলা-প্রভুর নিকট হইতে সোনা-রূপার অলংকারাদি ধারে চাহিয়া লইয়া সাজ-গোজ করিত (তাফসীর কাবীর ঃ ৪।৪২৮)। এমনই এক উৎসবের দিনে হযরত মূসা আঃ তামাম ইসরাঈলীকে সঙ্গে লইয়া মিসর ত্যাগ করেন এবং ফির্'আউন তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া দলবল-

---

তাঁহাদের কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, হিদায়াহ, তাব্য়ীন ও ইমাম সারাখ্সীর 'মাব্সূত', প্রভৃতি গ্রন্থে যে সব বাদানুবাদ ও তর্কাতর্কি-মূলক আলোচনা রহিয়াছে তাহা হানাফী মাযহাবের ভিত্তি। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, ঐগুলি সর্বপ্রথমে মু'তাযিলীগণ উদ্ভাবন করিয়া উহা হানাফী গ্রন্থকারদের মধ্যে ঢুকাইয়া দেন। অনন্তর পরবর্তী, হানাফী ফাকীহ্গণ উহার বহুল ব্যবহার করিতে থাকেন। — হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা উর্দু তারজামাহ সহ ১।৩৭৯ পৃঃ (ঐ ঃ আরবী মিসরী ছাপা ১।১১৮ পৃঃ — সম্পাদক)।

ফল কথা আহলুররায় বিদ্বানগণ তাঁহাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত উসূলী বিধানের নিত্যতা ও সনাতনত্ব রক্ষাকল্পে, "সূরাহ ফাতিহাহ ব্যতীত কাহারও নামায হয় না" মর্মের রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাদীসগুলির স্পষ্ট ও প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বসেন। তাঁহাদের উসূল গ্রন্থসমূহে এই সম্পর্কে যে ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা ইন্শা-আল্লাহ পরবর্তী সংখ্যায় পেশ করা হইবে। —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

সহ নীলনদে নিমজ্জিত হয়। তারপর হযরত মূসা আঃ-এর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া 'সামিরী' কিব্‌তী রমণীদের নিকট হইতে ধার লওয়া অলংকারাদি আগুনে গলাইয়া একটি গোবৎস মূর্তি তৈয়ার করিয়া এক বিভ্রাট বাধায়। যাহা হউক, আমি বলিতেছিলাম যে, ইসরাঈলী জাতি কিব্‌তী জাতির গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ থাকাকালেও ঈদ উৎসব পালন করিত।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন কাল হইতে পারস্য, ভারত প্রভৃতি দেশেও তথাকার অধিবাসীদের আনন্দ উৎসবের জন্য বিশেষ দিন নির্ধারিত ছিল।

নিকট অতীতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্‌-মাদীনায় পৌঁছিবার পরে তথাকার মুসলিম অধিবাসীদিগকে বৎসরে দুইদিন খেলাধুলা উৎসব করিতে দেখেন। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে ঐ দুই দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, "আমরা জাহিলী যুগে এই দুইদিন খেলাধুলা উৎসব করিতাম।" তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "ঐ দুই দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদিগকে উহার চেয়ে উত্তম দুই দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। উহা হইতেছে য়াওমুল্‌ আযহা বা কুরবানীর দিন এবং য়াওমুল্‌-ফিত্‌র বা রোযা-ভঙ্গের দিন"।

'ঈদ বা আনন্দ উৎসবের দিন তারীখ নির্ধারণের ভিত্তি

'ঈদ বা আনন্দ উৎসবের দিন তারীখ সাধারণতঃ ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া অথবা কোন ধর্মীয় নেতার স্মরণে অথবা অপর কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত হইয়া থাকে। ইসলামের 'ঈদের দুইটি দিনের মধ্যে একটি হইতেছে ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া এবং অপরটি হইতেছে ইসলাম ধর্মের মূল নেতার স্মরণে। প্রথমটি হইতেছে ইসলামের একটী কষ্টসাধ্য রুক্‌ন দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সম্পাদনজনিত আনন্দ প্রকাশের জন্য এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে ঐ দিনের স্মরণে যে দিনে মূমিন মুসলিমদের ধর্মীয় পিতা হযরত ইব্‌রাহীম আঃ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বপ্ন দিষ্ট হইয়া নিজ বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্রকে কুরবাণী করার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুত্রকে অক্ষত দেহে পাওয়ার সংগে সংগে পুরস্কার স্বরূপ কুরবাণীর জন্য একটি মহান জানোয়ার লাভ করেন। অধিকন্তু দ্বিতীয় উৎসবটিতে হজ্জ পালনকারীদের সাদৃশ্যও রক্ষিত হয়।

'ঈদের অংগ ও উপকরণ

যে কোন আনন্দ উৎসবের দুইটি অংগ থাকা অপরিহার্য। একটি হইতেছে যথাসাধ্য উত্তম বেশভূষা ও সাজসজ্জা এবং অপরটি হইতেছে জনমণ্ডলীর একত্র সমাবেশ। এই দুইটিকে বাদ দিয়া কোন আনন্দ উৎসবই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। তাই ইসলামের এই দুইটি ঈদেই এই অংগ দুইটি যথাযথভাবে পালন করিবার জন্য শারী'আতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইসলামের সকল অনুষ্ঠানই যেহেতু ধর্মের সহিত কোন না কোন ভাবে জড়িত থাকে এবং ইসলামের কোন অনুষ্ঠানই যেহেতু ধর্মের সংস্রব হইতে মুক্ত নয় কাজেই ইসলামী আনন্দ উৎসব দুইটিতেও যথোপযোগী ধর্মীয় অনুষ্ঠান যুক্ত করা হইয়াছে এবং ইসলামী ঈদদ্বয়কে খেলা তামাশায় পর্যবসিত করা হয় নাই।

'ঈদুল্‌-ফিত্‌র সম্পর্কিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান

এক মাস সিয়াম পালন সমাপ্ত হইলে সিয়াম পালনকারী দুইভাবে অনন্দ অনুভব করে। প্রকৃতিগতভাবে ও আত্মিকভাবে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এইরূপ। মানুষ এক প্রকার প্রাণীবিশেষ। কাজেই তাহার প্রকৃতির সহিত পানাহারের ও যৌন মিলনের প্রবৃত্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। রামাযানের সিয়াম পালনে এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা একেবারে নিষিদ্ধ না হইলেও ইহা বাস্তব সত্য যে, উহা উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত ও প্রতিহত করা হয়। তাই রামাযান মাসের সিয়াম পালনকারী ঈদুল ফিতর দিনে উক্ত নিয়ন্ত্রণ ও বাধা হইতে মুক্তি পাইয়া প্রকৃতিগতভাবে আনন্দ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপভোগ না করিয়া থাকিতে পারে না। আবার মানুষকে যেহেতু বিবেকবুদ্ধি দেওয়া হইয়াছে কাজেই রামাযানের সিয়াম পালনের কর্ত্তব্য সমাধা করার কারণে সে আত্মপ্রসাদজনিত আনন্দ অনুভব না না করিয়া থাকিতে পারে না। এই উভয়বিধ আনন্দ সিয়াম পালনকারী ঈদুল্-ফিত্‌র দিনে উপভোগ করিয়া থাকে।

তারপর, রামাযান মাসের সিয়াম পালনকারী ইহাও উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ্ তা'লার তাওফীক দানের ফলেই সে উহা পালন করিতে সক্ষম হইল। কাজেই সে স্বভাবতই তাওফীক দানকারী মহান আল্লাহের শুকরীয়া আদা করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে। তাই সে তাহার শুকরীয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাকবীরযোগে আল্লাহের মহিমা ঘোষণা করিতে করিতে ময়দানের দিকে ধাবিত হয় এবং অতি বিনয় ও নম্রতার সহিত সকলে একযোগে প্রকাশ্য স্থানে দুই রাক'আত সালাত আদায় করিয়া নিজের সিয়াম কবুল হইবার জন্য আল্লাহের দরবারে আকুল প্রার্থনা জানায়। এই ভাবে সে তাহার শারিরীক ও মানসিক ইবাদাতযোগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু ইহা করিয়াই সে ক্ষান্ত হইতে পারে না। গরীব দুঃখীগণ হইতেছে সমাজের একটি প্রধান অংগ এবং তাহাদিগকে বাদ দিয়া কোন সামাজিক অনুষ্ঠানই সম্পুর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহারা যাহাতে অপরের সহিত ঈদের আনন্দে যোগদান করিতে সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যে সাদাকাতুল-ফিত্‌র দান করার বিধান দেওয়া হইয়াছে। শাহ্ অলীয়ুল্লাহ বলেন, আগামী বৎসরের ঈদুল-ফিত্‌র পর্যন্ত পরিবারের সকল লোক জীবিত থাকিয়া পরবর্তী ঈদুল-ফিত্‌রের আনন্দে যাহাতে সকলে আবার একত্রে যোগদান করিতে সক্ষম হয়, এই কামনা করিয়া পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে তাহার নিজের পক্ষ হইতে এবং পরিবারের অপর সকলের পক্ষ হইতে সাদাকাতুল্-ফিত্‌র আদা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে ঈদুল্-ফিত্‌রে শারিরীক, মানসিক ও আর্থিক ইবাদাত যোগ করা হইয়াছে।

"ঈদুল্-আয্‌হা সম্পর্কিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান— পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই উৎসবের মূলে রহিয়াছে দুইটি বিষয়। একটি হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্-সল্লাতু অসাল্লামের নিজ একমাত্র পুত্রকে কুরবানী করিতে যাওয়ার মাধ্যমে তাঁহার চরম আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গের কথা স্মরণ করা এবং অপরটি হইতেছে হজ্জ পালনকারীদের কোন কোন ব্যাপারে তাহাদের অনুকরণ করা। প্রথম ব্যাপারটি প্রত্যেক বৎসর এই উৎসবের মাধ্যমে স্মরণ করাইয়া দিয়া মুমিন মুসলিমদের অন্তরে আল্লাহের আদেশের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের গুরুত্ব দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা এই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য। **এই উৎসবে প্রত্যেক মুমিন মুসলিমকে এই শপথ গ্রহণ করিতে হইবে যে আল্লাহের আদেশ পালনে তাহার জান মাল কুরবানী করিতে এবং দীন ইসলামের কারণে সকল কষ্ট, সকল বিপদ ধৈর্যসহকারে অম্লান বদনে সহ্য করিবার জন্য সে প্রস্তুত রহিল।**

দ্বিতীয়টি সম্পর্কে বিবরণ এই যে, সমগ্র পৃথিবীর মুসলিমদের মধ্যে হাযারে এক জনও প্রত্যেক বৎসর হজ্জে যোগদান করিতে সক্ষম হয় না। বাকী যে বিপুল সংখ্যক মুসলিম হজ্জে যোগদান করার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হয় তাহাদের মানসিক যাতনা সহজেই অনুমেয়। যাহারা হজ্জে যোগদান করিতে পারে না তাহাদিগকে এই উৎসব হজ্জপালনকারীদের কয়েকটি কাজের অনুকরণের বিধান দিয়া তাহাদিগকে সান্তনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই কাজগুলি হইতেছে (ক) কুরবানী করা, (খ) কুরবানীর আগে পাছে কয়েক দিন ধরিয়া উচ্চ স্বরে তাক্‌বীর বলা (গ) হজ্জ পালনকারীদের ইহরামের অনুকরণে যুল্ হিজ্জাহ মাসের চাঁদ উঠার সময় হইতে কুরবানী অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নখ চুল কাটা ইত্যাদি

www.ahlehadeethbd.org

ক্ষৌরকার্য হইতে বিরত থাকা।

তারপর ইসলামের কোনও অনুষ্ঠান এবং মুসলিমদের কোনও সম্মেলন যেহেতু আল্লাহের যিকর হইতে খালি থাকিতে পারে না সেই কারণে 'ঈদুল আযহা সম্মেলনে দুই রাক্'আত সলাত সম্পাদন ও খুতবা দানের বিধান দেওয়া হইয়াছে। দুই ঈদের **ধর্মীয়** তাৎপর্যের বিবরণ এখানে শেষ হইল। এখন দুই ঈদের **পার্থিব তাৎপর্যের** বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

প্রত্যেক জাতি তাহার জনবল, অস্ত্রবল ও শৌর্য বীর্য প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে সম্মেলন আহ্বান করিয়া থাকে। আমাদের এই দুই 'ঈদ আমাদের সেই সম্মেলনের উদ্দেশ্যও সাধন করিয়া থাকে। এই কারণে (ক) **শহরের বাহিরে ময়দানে** গিয়া উভয় ঈদে সমবেত হইবার বিধান দেওয়া হইয়াছে (সাহীহ বুখারী ঃ ১৩১)। এই কারণেই (খ) জনসংখ্যার আধিক্য দেখাইবার উদ্দেশ্যে পুরুষ লোকের সংগে সংগে বালক-বালিকা এবং **স্ত্রীলোকদেরও—এমন কি কুমারী ও ঋতুবতী রমণীদেরও** ঈদের ময়দানে উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব করা হইয়াছে (সাহীহ বুখারী ঃ ১৩২, ১৩৩)। সেই সংগে এই বিধানও দেওয়া হইয়াছে যে, ঋতুবতী স্ত্রীলোকেরা নামাযের স্থল হইতে সরিয়া একদিকে অবস্থান করিবে এবং দু'আর সময় সকলের সহিত দু'আয় যোগ দিবে (সাহীহ বুখারী ঃ ১৩৪)। আবার (গ) এই কারণেই এক পথ দিয়া ঈদগাহে যাইবার এবং অপর পথ দিয়া ঈদগাহ হইতে ফিরিয়া আসিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (সাহীহ বুখারী ঃ ১৩৪)।

www.ahlehadeethbd.org

মোঃ ওবায়েদুল্লাহ্

আহলুল্ হাদীসের দৃষ্টিতে আজকের সাহিত্য

জাতির জীবনে উন্নতি অবনতি দুইই ঘটে থাকে। কারণ, চির দিন কারও সমান যায় না। পলাশী প্রান্তরে উমি চাঁদ, রায় দুর্লভ, মীর জাফর প্রভৃতি বেঈমানদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যে দিন বাংলা দেশ থেকে মুসলিম শাসনের অবসান হলো, সে দিন থেকেই সূচনা হ'লো তাদের দুঃখ দুর্দশার, নেমে এলো তাদের ভাগ্যে দুর্যোগের ঘন ঘটা। বাংলার এই রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে রাজ্যহারা মুসলিমরা অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষা ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ শাসকদের সাথে অসহযোগিতার মনোভাব গ্রহণ করার কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রেও তারা হিন্দুদের অনেক পিছনে পড়ে। ফলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে হিন্দুরা মুসলিমদের উপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করে বসে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, কেন এই অসহযোগিতা? তার কারণ অতি পরিস্কার। সত্যিকারের মুসলিমের পক্ষে পরাধীনতাই একটি বিরাট প্রতিবন্ধক। অধীনতা ও হীনতা তার কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিপন্থী বিধায় তা তার কাছে একটা মহাপাপ। এজন্যই রাজ্যহারা মুসলিমরা তাদের হৃত স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য এ দেশ থেকে ব্রিটিশ প্রভুত্বকে নির্মুল করতে বদ্ধ পরিকর হ'লো এবং তাদের সাথে অসহযোগিতার মনোভাব গ্রহণ করল। অপর পক্ষে কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি হিন্দুগণ ব্রিটিশ প্রভুত্বকে মনে প্রাণে স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজী শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো। ফলে মূল শাসক গোষ্ঠী (Ruling race) ব্রিটিশদের সাথে সাথে হিন্দুগণ একটা মধ্যবর্তী শাসকগোষ্ঠীতে (Inter mediate ruling race) পরিণত হলো। এই মধ্যবর্তী শ্রেণীর চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়া খ্যাতনামা সমালোচক বিনয় ঘোষ তাঁর "নতুন সাহিত্য সমালোচনা" নামক পুস্তকে বলেছেন "বাংলা দেশকে কেন্দ্র করিয়া উনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে প্রায় ভারতবর্ষ ব্যাপী ইংরেজরা রাজ্য বিস্তার করলো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই বাঙ্গালী মধ্যবিত্তদেরও বিস্তার ঘটলো। ইংরেজ স্কুল, পুলিশ দপ্তর, দোকান, তহশীল, ডাকঘর সর্বত্রই এঁরা তুপাতা ইংরেজী আয়ত্ত করে দখল করে বসলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবসতঃ বাংলার কৃষকদের ডাক পড়লো না। শ্রমিক হবার জন্য উত্তর ভারতের দীন দরিদ্র, দৈহিক শ্রমহীনদের ডাক বাড়লো। সেথান থেকে দলে দলে মজুর, চাকর, দারে য়ান, বণিক এল—বিহারী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া আর মারোয়ারী নগরে এসে জুড়ে বসলো। এই ভাবে বাংলাদেশের নিলজ মধ্যবিত্ত শ্রেণী শুধু যে বিদেশী সাম্রাজ্য বাদীদের অম্লান বদনে সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করলেন তাহা নয়। তাদের পিছু পিছু দেশী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুকুরের মত ল্যাজ নেড়ে নেড়ে ঘুরে গরীব থেকে হঠাৎ বড় মানুষ হলেন, হয়ে গেলেন রায় সাহেব, ছোট সাহেব ইত্যাদি। বড় বাবুর তম্বি গম্বিতে চারিদিক সর গরম হয়ে উঠলো। এবং বাংলার অসংখ্য কৃষকদের এতটুকু ভাগ্য পরিবর্তন তো ঘটলই না, উপরন্তু তারা মেদপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদ-পালিত জমিদার গোষ্ঠীর লৌহ শৃংখলে দিন দিন আরো নির্মম ভাবে আবদ্ধ হোলো। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী হলেন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় জনসাধারণের মধ্যবর্তী ক্ষুদে শাসক সম্প্রদায় এবং এই ময়ূর-পুচ্ছ-ধারীদের মনে যে হামবড়া ভাবের বীজ উপ্ত হোলো, পরে শুধু রাজনীতিতে নয় আজকের সাহিত্যে পর্যন্ত তার বিকাশ হোলো বিকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদে"। তথাকথিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র পরিচয়ে বিনয় ঘোষের এই আলোচনা প্রণিধানযোগ্য।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ প্রভুর সহিত সহযোগিতায় • তথাকথিত মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণী মুসলিমদের সভ্যতা ও ধর্ম সমন্ধে হীন মনোভাব নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে এক ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হোলো। মুসলিমদের কৃষ্টির চিহ্ন আরবী ভাষাকে নির্মুল করার মানসে বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতের যথেচ্ছ ব্যবহার তাঁরা শুরু করলেন, ফলে প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের গতিধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়ে চললো।

অনন্তর, সত্য ও ধর্ম প্রচারের অজুহাতে তীব্র সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টি হ'তে থাকলো। তথাকথিত সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম বাবু মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচারণাকে নিজের পবিত্র দায়িত্ব মনে করে রচনা করলেন আনন্দ মঠ, কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি মুসলিম বিদ্বেষ-বিষ উদগীরণকারী গ্রন্থ সমূহ।

মুষ্টিমেয় দু একজন কবি সাহিত্যিক ছাড়া আজ পর্যন্ত এমন কোন হিন্দু কবি বা সাহিত্যিক দেখিনি যিনি সংকীর্ণতা ও হীনমানসিকতার উর্দ্ধে থেকে সাহিত্য রচনা করেছেন! সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র, কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র, বিশ্ব কবি রবীঠাকুর থেকে শুরু করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত সকল হিন্দু লেখকই শুধু হিন্দু সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন, বাংলা সাহিত্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-প্রীতি এঁদের সাহিত্যে স্থান পায়নি। ছোট খাট দু একটা চরিত্র যা এঁদের সাহিত্যে স্থান পেয়েছে তাতে কিছু করুণার প্রকাশ আছে, দরদের লেশ মাত্রও নেই।

কিন্তু মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুদের সমস্ত চেষ্টা নিস্ফল হলো। বহু চেষ্টার পরও তারা মুসলিমদের তাহযীব ও তামাদ্দুনকে নির্মূল করতে পারল না। কারণ, সত্যিকারের মুসলিম তার ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন। হিন্দু ও মুসলিমদের চরিত্র ও রূপ Charac er & Form) এক নয়। উভয়ের ইচ্ছা ও নির্বাচনের (Will & Choice) এর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। দীনের দীন হয়ে প্রেম সাধনা মুসলিমদের ধর্ম নয়। যে জাতি আল্লাহের অমূর্ত রূপে পরিতৃপ্ত না হয়ে মূর্তি পূজা করে, এক আল্লাহে বিশ্বাসী মুসলিমদের সাথে তাদের কোন দিনই মিলন হ'তে পারে না।

মুসলিমদের এই বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত তাদেরে মুক্তির পথ দেখালো। তারা বুঝতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পারলো ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনাসক্তি তাদের পার্থিব উন্নতির পথে অন্তরায়। কাজেই অনন্যোপায় হয়ে তারাও ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করলো। শিক্ষিত মুসলিমেরা অচিরেই বুঝতে পারলো যে, তাদের তাহযীব ও তামাদ্দুনকে রক্ষা করতে হলে শুধু বাংলা ভাষাকে সংস্কারের হাত থেকে মুক্ত করলেই চলবে না। তাদের তামাদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হ'লে স্বতন্ত্র আবাস ভূমিরও প্রয়োজন। কারণ বাংলার ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, পরিধেয়, সামাজিকতা, অর্থাৎ বিবাহ শাদিতে উৎসব পালনের রীতি ও পূজা পাঠ, অন্ন প্রাশন, জামাইষষ্ঠী প্রভৃতি পার্বণ উপলক্ষে আলপনা আঁকা, ঢাক-বাদ্য, ঢুলির নাচ, আরতি নৃত্য, ব্রত নৃত্য, টোল চতুষ্পাঠী, পাঁচালী প্রভৃতি হইতেছে বাঙ্গালী হিন্দুর সংস্কৃতি; এইগুলি কোনক্রমেই মুসলিমদের সংস্কৃতি নয়। শুধু বাঙ্গালীত্বের দাবীতে এ সংস্কৃতিকে মুসলিমেরা নিজেদের সংস্কৃতি বলে গ্রহণ করা দূরে থাক মনেও করতে পারে না। ধর্ম যাদের ইসলাম তারা আগে মুসলিম, পরে বাঙ্গালী। ইসলামের আদর্শের আলোতেই তারা বিচার করে সাহিত্য, সংস্কৃতি সব কিছুই। সত্যিকারের মুসলিমদের পক্ষে এ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া মহাপাপ। ফলে নিজস্ব তাহযীব ও তামাদ্দুনের বিকাশ সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হ'লো পাকিস্তান আন্দোলন।

জাগরণের ঢেউ উঠলো সুদূর চট্টল থেকে করাচী পর্যন্ত। অখণ্ড ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হিন্দু নেতৃবৃন্দ ছলে বলে কৌশলে মুসলিমদের এ ন্যায্য দাবীকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হলো। মুষ্টিমেয় কিছু "শো—বয়" ছাড়া সকলেই মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত হলো। পৃথিবীর মানচিত্রে অংকিত হ'লো এক নতুন মুসলিম রাষ্ট্রের সীমা রেখা। কিন্তু আফসোস! আজ আমরা অনেকেই আবার পথভ্রষ্ট হয়েছি। আদর্শচ্যুত হয়ে আমরা দুনিয়ায় আঁধারের দিকে ফিরে চলেছি। আত্মমর্যাদাকে হারিয়ে ফেলেছি। বিদেশী ও বিজাতির ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে আত্মহারা হয়ে নিজেদের রীতিনীতিকে হীন মনে করছি। আত্মহত্যার পথে এগিয়ে চলেছি। তাই আজ মনে প্রশ্ন জাগে কেন পাকিস্তান চেয়েছিলাম? কি ই বা প্রয়োজন ছিল এর?

কোলকাতা, পাটনা, দিল্লী প্রভৃতি বিভিন্ন শহরের রাজপথ যে সব শহীদানের খুনে লাল হয়েছিল তাঁদের আত্মা কি আজ ফরিয়াদ জানাচ্ছে না? তাঁদের কুরবানীর কি মূল্য দিয়েছি আমরা?

প্রায় দুই যুগ পার হতে চললো আজও কোন উল্লেখযোগ্য জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি হল না। চীন স্বাধীনতা পেল আমাদের পরে, কিন্তু আজ সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। কিসের বলে? চীনের জনগণ যে আদর্শকে সামনে রেখে তাদের সংগ্রাম শুরু করেছিল তারা তাদের সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি বলেই তাদের এ অগ্রগতি, এ বিজয় অভিযান। আর আমরা? আমাদের চারিদিকে দেখছি আজ নৈরাশ্যের এক ঘন অন্ধকার। ইসলামের আদর্শ মেনে চলতে আজ আমরা লজ্জা বোধ করছি। কেন এ মনোবৃত্তি? কারণ নিজ জাতি ও ধর্ম সম্বন্ধে আমরা উদাসীন হয়ে পড়েছি। ইসলামের আদর্শের বলি আ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এ চিন্তা আজ অবশ্যই করতে হবে। সভাপতিকে যারা "পুরোহিত" আখ্যা দিচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে পারি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও "সভাপতি" শব্দই ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার মৃত্যুর পর তোমরা বরং বলো আমি কবি ছিলাম না সে আমার সইবে। কিন্তু দোহাই তোমাদের কোন সুবর্ণ গাভীকে সভাপতি খাড়া করে জনসভায় সার্টিফিকেট দিয়ো না যে, রবীন্দ্রনাথ একজন কবি ছিলেন।"

রবীন্দ্র মানসিকতার স্বরূপ কি। এ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিলেই বোধহয় যথেষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতিতে' বলেছেন, "আমাদের পরিবারে যে ধর্ম সাধনা ছিল আমার সংগে তার কোন সংশ্রব ছিল না।" অথচ এই রবীন্দ্রনাথই শিলাইদহ থেকে তার কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখিত এক চিঠিতে বলেছেন, "শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ, আমি ব্রাহ্ম এবং আমাদের পরিবারও ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত। অতএব আমি যে, ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধী কোন উপদেশ দিবো এমন কোন সন্দেহ মনে স্থানে দিবেনা।" এর চাইতে স্ব-বিরোধীতার নজীর আর কি হ'তে পারে?

এবার দেখা যাক রবীন্দ্র সাহিত্যের আদর্শ কি? বিনয় ঘোষ তার "নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা" নামক পুস্তকে বলেছেন, সাহিত্য ও সমালোচনা সাহিত্যকে উপনিষদ এর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে এমন স্বরে তার জয় ধ্বনি 'ঘোষণা করলেন, কাদম্বরী থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য তত্ত্ব পার হয়ে আধুনিক কাব্য আলোচনার আসর পর্যন্ত সেই উপনিষদ।' একই পুস্তকে বিনয় ঘোষ আবার বলেছেন "মধ্য যুগীয় সংস্কৃতি শান্ত সমাহিত প্রতিবেশের মধ্যে প্রাক পৌরাণিক যুগের মলিন অবশিষ্ট ত্যাগ সাধনার ও নতুন প্রবিষ্ট ধনতান্ত্রিক শিক্ষার আদর্শের সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পুষ্ট। তাতে গীতাঞ্জলী থেকে বলাকা, পূরবী, মহুয়া এবং শেষের কবিতায়, উপন্যাস, গল্প, কবিতা সবই অবশ্যম্ভাবী ?)। "রবীন্দ্র ভক্তবৃন্দ হয়ত বলবেন বিনয় ঘোষ ত সাম্যবাদী, কাজেই তার এ সমালোচনা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা বিদ্বেষপ্রসূত। কাজেই তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য অন্যতম গোড়া হিন্দু শ্রী প্রিয়রঞ্জন সেনের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। প্রিয়রঞ্জন বাবু তাঁর "বাংলা সাহিত্যের খসড়া" নামক পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছেন, "উপনিষদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। প্রাচীন ভারতের ঋষিদের বাণী তাঁর কণ্ঠে বিরাজ করত।" আশা করি অতঃপর যাঁরা রবীন্দ্র নাথকে আধুনিকতার পূজারী বলে মনে করেন তাঁদের জন্য অন্য কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এ দল ছাড়া গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি গালভরা বুলি-সর্বস্ব এক দল আছেন, যাঁদের ধারণা—বিশেষ কোন ইজমে বিশ্বাসী না হলে "প্রলেতারিয়েতদের" মুক্তি নেই। সেই তথাকথিত প্রগতি সাহিত্য-সেবীদের জন্য বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী কোন সাহিত্যিকের কোন উদ্ধৃতি না দিয়ে দীনবন্ধু বাবুর নীলদর্পণ থেকে একটা উদাহরণ দিলেই বোধহয় যথেষ্ট হবে। তিনি সাহেবের বেত্রাঘাতে ক্ষেত্রমণির চিৎকার ও প্রতিবাদের মাধ্যমে তদানীন্তন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের যে ছবি তুলে ধরেছিলেন তা প্রেম ও মানবতার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও অনুভূতির জন্যই।

www.ahlehadeethbd.org

এজন্য তাঁকে ইজমের আশ্রয় নিতে হয়নি। এ ছাড়াও আরো অনেক সাহিত্যিক আছেন। কেউ বা সস্তা বাহবা লাভের জন্য সহজ ভাষার অজুহাতে অপ্রচলিত অবোধ্য আঞ্চলিক ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার করে এক জগা-খিচুড়ি সাহিত্যের সৃষ্টি ক'রে গেছেন। কেউ বা নীচ ব্যবসায়ীর মনোভাব নিয়ে অর্থের লালসায় স্রেফ বিকৃত রুচীসম্পন্ন লোকের ভাবপ্রবণতায় সুড় সুড়ি দিয়ে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য তথা-কথিত ডিটেকটিভ অথবা যৌন আবেদনপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। আবার হয়তো কোন কোন অতি-উৎসাহীর দল জাতীয় সাহি-ত্যের নামে আরবী, ফার্সী ভাষার অপপ্রয়োগ করে—এক কিম্ভুত-কিমাকার সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই সব বোঝার ভারে বাংলা ভাষার পক্ষে চলাফেরা ত দূ'রের কথা, উঠা বসাও সম্ভব হবে না।

আমি পণ্ডিত ব্যক্তি নই। কাজেই অধিক আলোচনা করে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে চাইনে। শুধু ঐসব প্রতিভাশালী লেখকবৃন্দ যাঁরা আজও ইসলামের আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং যাঁরা ইসলামের আদর্শকে "বস্তাপচা" বলে মনে করেন তাঁদের খেদমতে সবিনয় আরজ, তাঁরা যেন দয়া করে যৌন আবেদনপূর্ণ সস্তা প্রেম কাহিনী অথবা আদর্শ-বিচ্যুত নিছক কল্পনাপ্রসূত সাহিত্য রচনা না করে ইসলামের আদর্শে অনু-প্রাণিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তঁহদের স্মরণ রাখা উচিত, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভিত্তি হচ্ছে মানবতা-বোধের চেতনা লাভ এবং একমাত্র ইসলাম ধর্মেই এর পরিপূর্ণ স্বীকৃতি বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামই একমাত্র আদর্শ যেখানে সাদা ও কালো, আমীর ও গরীবের প্রভেদ নেই। চাষী, মজদুর, পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী সকলের জন্যই ইসলামের দরজা খোলা আছে এবং সকলেরই রক্ষা কবচ এর ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। ইসলামে শ্রেণী সংগ্রামের কোন অবকাশই নেই। একের উপর অন্যের কি হক ইসলামে তার সীমারেখা নির্দ্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এই আদর্শকে সামনে রেখেই জন্ম দিতে হবে জাতীয় সাহিত্যের, পশ্চিম বাংলা তথা হিন্দু ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্যের অনুকরণের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা না চালিয়ে জাতীয় ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টিরই আজ একান্ত প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যের নামে হিন্দু সাহিত্য অথবা বাঙ্গালী জাতীয়তার নামে হিন্দু জাতী-য়তা তথা কায়স্থ, বা ব্রাহ্ম জাতীয়তাবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য পাকিস্তান কায়েম হয়নি। দ্বি-জাতিত্ব বিরোধী আদর্শের চাষ আর যাই হোক পাকিস্তানের মাটিতে অচল, তা সে মাটি যত উর্বরই হোক না কেন। প্রয়োজন বোধে আমরা চীন দেশের মত শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করব। আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে সাহিত্যের নামে যে আগাছা ও পরগাছার জন্ম হয়েছে তার মুলোৎপাটনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করব। দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী প্রতিটি পাকিস্তানী আজ এই চিন্তাই করছে। কারণ তাদের পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন ক'রে থাকার অবকাশ আর নেই।

www.ahlehadeethbd.org

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীসের

দুই দিবসব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন

বিগত ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৬৯) পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের দুই দিবস ব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট ডক্টর মওলানা মুহাম্মদ আবদুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রদেশের সর্বপ্রান্ত হইতে প্রায় চারিশত কাউন্সিল সদস্য এবং বিশিষ্ট আলেম ও জামা'তী নেতৃবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। কারী মৌলবী আবদুল আযীয কর্তৃক তেলাওয়াতে কুরআনের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জনাব আলহাজ আবদুল মাজেদ সরদারের মুদ্রিত ভাষণ পঠিত হয়। অতঃপর জমঈয়ত সভাপতি ডক্টর মওলানা আবদুল বারী তাঁহার লিখিত ভাষণ প্রদান করেন। (উভয় ভাষণের পূর্ণ বিবরণ তর্জুমানের বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।)

সভাপতির ভাষণের পূর্বে অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী জনাব আলহাজ মৌলবী মুহাম্মদ আকীল তাঁহার আকস্মিক গুরুতর অসুস্থতার কারণে সম্মেলনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ খেদমত করিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার জন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন জানান।

সভাপতির ভাষণের পর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন বংশাল জামে মসজিদের খতীব জনাব মওলানা মুস্তাছের আহমদ রহমানী, কুমিল্লা জিলার প্রতিনিধি রূপে মৌলবী শামসুল হক, মোমেনশাহী জিলার পক্ষে শরিষাবাড়ী কলেজের অধ্যক্ষ আশরাফ ফারুকী, ঢাকা জিলার প্রতিনিধি স্বরূপ মৌলবী ফিরোজ, রংপুর জিলার প্রতিনিধিরূপে জিলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারী জনাব মওলানা ফজলুর বারী, পাবনা জিলার পক্ষে মওলানা মওলা বখশ নদভী, বগুড়া জিলার পক্ষে মৌলবী আবদুর রশীদ, রাজশাহী জিলার প্রতিনিধিরূপে মওলানা মোহাম্মদ হুসেন, খুলনা-যশোর দুই জিলার প্রতিনিধি স্বরূপ খুলনা-যশোর জিলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মওলানা মতিয়ুর রহমান, দিনাজপুর জিলার পক্ষে মওলানা জহিরুদ্দীন নূরী এবং সিলেট জিলার প্রতিনিধি স্বরূপ মওলানা মোহাম্মদ আলী।

২৭শে ডিসেম্বর পূর্বাহ্নে জমঈয়ত দফতরে ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশনে জমঈয়তের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী লইয়া আলোচনা ও কতিপয় প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনার পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভায় পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস, আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ এবং মাদ্‌রাসাতুল হাদীসের ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালের অডিটকৃত হিসাব পেশ করা হয় এবং উহা যথারীতি অনুমোদিত হয়।

ঐ দিবস বেলা ১১ ঘটিকায় বংশাল জামে মসজিদে ডক্টর মওলানা আবদুল বারীর সভাপতিত্বে কাউন্সিল সভার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। পূর্ব-দিনের আলোচনার জের টানিয়া ফরিদপুর, বরিশাল ও কুষ্টিয়া জিলার প্রতিনিধিরূপে যথাক্রমে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন জনাব মওলানা আবদুর রাযযাক, মৌলবী মনসুর আহমদ মল্লিক এবং মৌলবী মুজিবুর রহমান।

অতঃপর জমঈয়তের জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমান জমঈয়তের বিভিন্ন বিভাগের গত তিন বৎসরের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পেশ করেন। রিপোর্ট পেশ করার পর তিনি জমঈয়ত সভাপতির নির্দেশক্রমে জমঈয়ত, প্রেস ও মাদ্রাসার ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালের অডিটকৃত এবং ওয়ার্কিং কমিটী কর্তৃক পূর্বাহ্নে অনুমোদিত হিসাব পেশ করেন। এই অধিবেশনে পূর্বপাক আহলে হাদীস ছাত্র পরিষদের সেক্রেটারী জনাব আবদুল মতীন কাউন্সিল সদস্যগণকে পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করিয়া তাহাদের আন্তরিক সহানুভূতি, দোওয়া এবং সক্রিয় সমর্থন কামনা করেন।

কাউন্সিল সভার তৃতীয় বা শেষ অধিবেশন উক্ত বংশাল জামে মসজিদে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শুরু হয়। জমঈয়তের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তার ভাষণের পর ওয়ার্কিং কমিটীতে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ এক এক করিয়া উত্থাপিত, সমর্থিত এবং বিশদ ভাবে আলোচিত হওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রস্তাবাবলী

সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূরীকরণ সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বেতার ভাষণের প্রশংসা করার সাথে সাথে এই ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় যে, তাঁহার ভাষণে পাকিস্তানের মূলভিত্তি ইসলামী আদর্শের কথা উল্লেখ থাকিলেও উহার সংরক্ষণের এবং ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে উহার হেফাজতের কোন নিশ্চিত গ্যারান্টি দেওয়া হয় নাই। জমঈয়তের কাউন্সিল সভার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জান ও মালের কুরবানীর বিনিময়ে এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার রূপায়ণের প্রতিশ্রুতিতে অর্জিত পাকিস্তানে ইসলামভিত্তিক শাসনতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাসনতন্ত্র জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না।

অপর এক প্রস্তাবে সকল ইসলামপন্থী দল ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্রিত করার পূর্ব প্রয়াস আরও জোরদার করিয়া উহার মাধ্যমে পূর্ণ ইসলামী শাসনতন্ত্র লাভের উদ্দেশ্যে আদর্শ নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে জয়যুক্ত করার জন্য দেশব্যাপী একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন একটি রাজনৈতিক দলকে এককভাবে সাহায্য বা সমর্থন করা জমঈয়ত যুক্তিযুক্ত মনে করে না। পরিস্থিতির গতি ও প্রকৃতি আরও পরীক্ষা ও নীরিক্ষার পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ওয়ার্কিং কমিটীর উপর ন্যস্ত করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে মজবুত করার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের দুই অঞ্চলের ভৌগলিক দূরত্ব ও অবস্থিতি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থ নৈতিক শক্তি সম্পদের সুষম বণ্টনের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তাকে সর্বাধিক পরিমাণ স্বায়ত্ব শাসন দানের জোর দাবী জানান হয়। প্রস্তাবে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, এইরূপ ব্যবস্থা শুধু যে ইসলাম সম্মত তাহাই নহে, বরং পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের প্রকৃত উন্নতি ও সমৃদ্ধির ইহাই একমাত্র পথ।

শেষ দিবস বাদ এশা বংশাল জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত মাহফিলে ভাষণ দেন রাজশাহীর মওলানা মুহাম্মদ হুসেন, খুলনার মওলানা মতিয়ুর রহমান এবং মোমেনশাহীর মওলানা আবদুল্লা ইবনে ফজল। রাত্রি ১১ ঘটিকায় উক্ত অধিবেশন শেষে মুনাজাতের পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

পূর্ব-পাক জম্‌ঈয়তে আহলে হাদীস

১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালের আয় ব্যয়ের পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হিসাব

১৯৬৭, সাল জমঈয়ত

আয়	টাকা পয়সা	ব্যয়	টাকা পয়সা
যাকাত—	৫,৯৭৩·৬০	আদায় কার্যে যাতায়াত খরচ—	৯৫৩·১৯
ফিৎরা—	১২,৬৪০·৪৭	আদায়কারীগণের কমিশন—	১,১৫৭·৮৩
কুরবাণী—	৬,৩৩৭·৬৬	ষ্টাফের বেতন—	১৩,১১২·১৬
উশর—	৪২৪·৪০	ডাক খরচ—	২৭৫·৩৭
চাঁদা ও এককালীন দান	৪,১৪৪·৪৭	কাগজ—	১২৪·৫০
সভায় আদায়—	৮৭৯·৫০	কালি—	৭·৪৮
বিবিধ—	৫৭২·১১	সভার খরচ—	৩০৩·০৫
		মেহমানদারী—	১৪৬·৫৩
মোট	৩০,৯৭১·৯১	বাড়ীভাড়া—	২,৭৭০·৫০
		ইলেকট্রিক খরচ—	৮৮৮·৫৭
		প্রিন্টিং চার্জ—	১৩·১৭
		বিবিধ—	৭২৭·৪১
			২০,৪৭৯·৭৬
		উদ্বৃত্ত—	১০,৪৯২·১৫
		মোট—	৩০,৯৭১·৯১

১৯৬৭ সাল, আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ

আয়	টাকা পয়সা	ব্যয়	টাকা পয়সা
প্রিন্টিং চার্জ—	১২০৫·৭২	প্রেস গৃহের মেরামত—	১৪·৩১
পুস্তক বিক্রয়—	১৮৬৩·৪৩	কাগজ ক্রয়	৪,৯৪৬·০৬
মাসিক তর্জুমানুল হাদীস—	৩০৮৯·৪৬	কালি—	২৭৯·৬৯
সাপ্তাহিক আরাফাত—	৭১২১·০৪	ষ্টাফের বেতন—	১০,০৩২·৩২
বিবিধ—	১১৪৮·৪৫	ডাক খরচ—	১,৮৭৯·৬৯
	১৩৪২৯·১০	দফতরীর মজুরী—	৬৫৬·০০
ঘাটতি—	৬৭৭৫·৭০	বই এবং পত্র পত্রিকা—	৭৭৭·০৪
মোট	২০২০৪·৮০	ষ্টেশনারী—	৩৮·৪৯
		সোডা, কেরোসীন প্রভৃতি—	৬৯·৫১
		লাইট চার্জ—	৯৯·২৮
		বিবিধ—	১,৪১২·৪১
			২০,২০৪·৮০

www.ahlehadeethbd.org

১৯৬৭ সাল—মাদ্‌রাসাতুল হাদীস

আয়

	টাকা পয়সা
যাকাত—	৫,৩৬৩·০০
ফিৎরা—	৫৫১·৪৬
কুরবানী—	২,৭৬২·৬৯
চাঁদা ও এককালী দান—	৯৬৬·২০
বিবিধ—	৯০·০০
মোট—	৯,৭৩৩·৩৫

ব্যয়

	টাকা পয়সা
শিক্ষকদের বেতন—	৪,৯৭২·২১
ছাত্রদের অযীফা এবং বাবুরচীর বেতন—	২,৭১২·৫২
বাড়ী ভাড়া—	৪৯৫·০০
ইলেক্ট্রিক খরচ—	১৮৪·৪৭
আদায় কার্যে যাতায়াত খরচ—	২৩·২৭
বিবিধ—	৬০·৯৭
মোট—	৮,৯১১·৯৪
উদ্বৃত্ত—	৭৬১·৯১
	৯,৭৩৩·৩৫

১৯৬৮ সাল—জমঈয়ত

আয়

	টাকা পয়সা
যাকাত—	৭,১৫৮·২৪
ফিৎরা—	১০,৮৪০·৩২
কুরবানী—	৪,১৯৯·১১
উশর—	২১৯,৩১
চাঁদা ও এককালীন দান—	৭২০·০০
সভায় আদায়—	৪০০·০০
বিবিধ—	১৭১·৯০
মোট—	২৩,৬৭৮·৮৮
ঘাটতি—	৬৭৪·৪৫
	২৪,৩৫৩·৩৩

ব্যয়

	টাকা পয়সা
আদায় ও প্রচার কার্যে যাতায়াত খরচ—	৮৮৯·৫৯
আদায় কারীদের কমিশন—	৪১৪·১১
ষ্টাফের বেতন—	১২,৩৬২·৫১
ডাক খরচ—	২৪১·৭৬
কাগজ—	১৫৫,৭৮
কালি—	৭,১১
সভার খরচ—	১৬৫·৩১
মেহমানদারী—	১২৭·১৪
বাড়ী ভাড়া (তিন বছরের বর্ধিত ভাড়া সহ)—	৮৪০০·০০
ইলেকট্রিক ও টেলি ফোন চার্জ—	১,২৪১·৭১
বই ও পত্র পত্রিকা—	৭,৬৯
বিবিধ—	৩৬০·৬২
মোট—	২৪,৩৫৩·৩৩

www.ahlehadeethbd.org

১৯৬৮ সাল—মাদ্‌রাসাতুল হাদীস

আয়	টাকা পয়সা	ব্যয়	টাকা পয়সা
যাকাত—	৪,১৩২'৫০	শিক্ষকগণের বেতন—	৫,৫৬১'৬৮
ফিৎরা—	৭৫১'৬৮	ছাত্রদের অযীফা ও বাবুরচীর বেতন—	২,৮৭৭'৪৬
কুরবানী—	২,১৫৪'০০	ইলেকট্রিক চার্জ—	৯১'১৮
চাঁদা ও এককালীন দান—	১,৪২৭'০০	আদায় প্রভৃতি কার্যে যাতায়াত খরচ—	৩৪ ৬১
বিবিধ—	৪৮'০০	বিবিধ—	১৮৮ ৯৮
মোট—	৮,৫১৩'১৮	মোট—	৮,৭২৩'০১
ঘাটতি—	২০৯'৮৩		
	৮,৭২৩'০১		

১৯৬৮ সাল—আল হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ

আয়	টাকা পয়সা	ব্যয়	টাকা পয়সা
প্রিন্টিং চার্জ—	১,৬৫৭'৫০	টাইপ প্রভৃতি ক্রয়—	১,২০৭'৮৪
পুস্তক বিক্রয়—	২,৮০৮'৭৪	কাগজ ,,	৬,০৫০'৭৯
প্রেসের সরঞ্জাম বিক্রয়—	২৯৭'০০	কালি— ,,	৪৯৪'১০
মাসিক তর্জুমানুল হাদীস—	৩,২০৩'৬৪	ষ্টাফের বেতন—	১০,২ ৮'৩৫
সাপ্তাহিক আরাফাত গ্রাহকদের চাঁদা—	৬,১৫৩'৫৩	দফতরীর আজুরা	১,৩৭৮'১০
নগদ বিক্রি—	১,২৩৬'৭১	ডাক খরচ—	২,৩৮৯'৮২
এজেন্টদের মাধ্যমে—	১,৯৩২'৩১	বই এবং পত্র পত্রিকা—	৮৬৮'৭১
এডভারটাইজমেন্ট—	২,৩৩৬'৫০	স্টেশনারী—	৩৯'৫৬
বিবিধ—	৪৩৭'১৮	সোডা, কেরোসীন প্রভৃতি—	১৪'১৩
মোট—	২০,০৬১'১০	লাইট চার্জ—	১ ৮'৯৮
ঘাটতি—	৪,৬৩৯'০২	বিবিধ—	১০৩২'৭৬
	২৪,৭০১'১২	মোট—	২৪,৭০১'১২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জমঈয়ত, প্রেস ও মাদ্রাসার দুই বৎসরের আয় ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব

	আয়			ব্যয়	
	১৯৬৭,	১৯৬৮	মোট	১৯৬৭,	১৯৬৮,
১। পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস	৩০,৯৭১'৯১	২৩,৬৭৮'৮৮	৫৪,৬৫০'৭৯	২০,৪৭৯'৭৬	২৪,৩৫৩'৩৩
২। আল্ হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ (তর্জুমান ও আরাফাত সহ)	১৫,৪২৯'১০	২০,০৬২'১০	৩৫,৪৯১'২০	২০,২০৪'৮০	২৪,৭০১'১২
৩। মাদ্রাসাতুল হাদীস	৯,৭৩৩'৩৫	৪,৫১৩'১৮	১৮,২৪৬'৫৩	৮,৯৭১'৪৪	৮,৭২৩'০১
	৫৬,১৩৪'৩৬	৫২,২৫৪'১৬	১,০৮,৩৮৮'৫৫	৪৯,৬৫৬'০০	৫৭,৭৭৭'৪৬

	মোট
১।	৪৪,৮৩৩'০৯
২।	৪৪,৯০৫'৯২
৩।	১৭,৬৯৪'৪৫
	১,০৭,৪৩৩'৪৬

দুই বছরের মোট আয়—১,০৮,৩৮৮'৫৫

দুই বছরের মোট ব্যয়—১'৭,৪৩৩'৪৬

দুই বছরে উদ্বৃত্ত — ৯৫৫'০৯

স্বাক্ষরঃ মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন

মুহাম্মদ মুখলেস্থর রহমান

যুগ্মহিসাব পরীক্ষক

স্বাক্ষর—মুহাম্মদ ওসমান গণী

তত্বাবধায়ক—

রিটায়ার্ড ডেপুটী ডিরেক্টর

অব একাউণ্টস,

পাকিস্তান সরকার

www.ahlehadeethbd.org

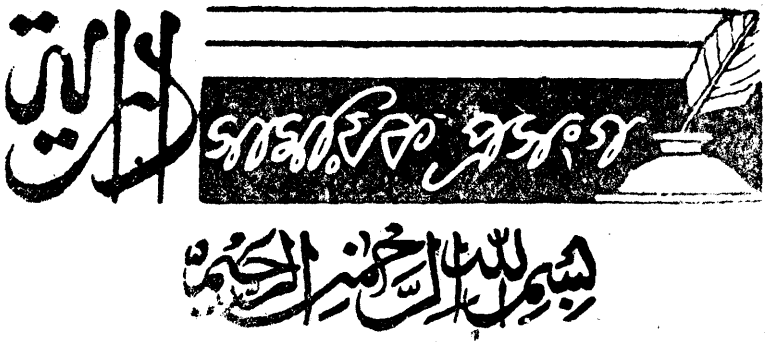

সুখ-শান্তি ও বস্তুবাদ

মানুষ হইতেছে শরীর ও আত্মার মিশ্রচার। সে কেবলমাত্র প্রাণীই নয়, বরং তাহা ছাড়া আরও কিছু। তাহার প্রকৃতির মধ্যে কেবলমাত্র পশুপ্রবৃত্তিই প্রবিষ্ট করা হয় নাই, বরং পশু প্রবৃত্তির সংগে সংগে তাহার প্রকৃতির সংগে একটি ট্রাস্ট, একটি আমানাত, একটি দায়িত্বও ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ আমানাতটি হইতেছে তাহার বিবেকবুদ্ধি। পশুত্বের প্রবৃত্তি হইতেছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য সকল শক্তিকে কাজে লাগানো। পেটের ক্ষুধার ও যৌন ক্ষুধার পরিতৃপ্তিই হইতেছে পশু প্রবৃত্তির চরম লক্ষ্য ও পরম প্রাপ্তি। এই পশু প্রবৃত্তির তাড়নায় একটি কুকুর যদি একটি সম্পূর্ণ মরা গরু খাইতে পায় তাহা হইলে সে উহা সম্পূর্ণই আগলাইয়া থাকিবে। অপর কোন কুকুর উহাতে ভাগ বসাইতে আসিলে সে তাহার সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া বসিবে এবং অধিকতর শক্তিশালী দুর্বলকে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিবে। এই কারণেই একটি কুকুরীর জন্য একাধিক কুকুরের মধ্যে কামড়া-কামড়ী, আক্রমণ প্রতিআক্রমণ চলিতে থাকে। মানুষকেও ঐ ধরণের পশু প্রবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ঐ প্রবৃত্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখিবার জন্য তাহাকে দেওয়া হইয়াছে 'বিবেক বুদ্ধি'। আবার এই বিবেকবুদ্ধিকে ঠিক পথে চালিত করিবার জন্য একান্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানী, গুণী, চরিত্রবান ব্যক্তিদিগকে তাহাদের পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই পথ প্রদর্শকগণ হইতেছেন, রাসূল, নাবী প্রমুখ ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিকবৃন্দ।

সুখ ও শান্তির ধারণা—সুখ ও শান্তির ধারণা পশুমনে উদিত হয় না, উদিত হইতে পারে না। সুখ ও শান্তির কল্পনার জন্য প্রয়োজন বিবেকের। পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজনে অথবা যৌন মিলনে কোন পশুই সুখ অনুভব করে না। কারণ সুখের অনুভূতিই পশুর মধ্যে নাই। আর কোন মানুষও তাহাতে সুখ অনুভব করিতে পারে না। কারণ এই উভয় প্রকার কাজই হইতেছে পশুর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রশ্ন হইতে পারে, ইহাকে যদি 'সুখ' বলা না যায় তবে এই পরিতৃপ্তিকে কোন্ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইবে? আমরা বলিব, ইহা এক প্রকার 'যাতনার অবসান' মাত্র। হাঁ; মানুষ যখন কোন কিছু অন্যায়ভাবে অর্জন হইতে নিজেকে বিরত রাখিতে সক্ষম হয়, সে যখন অন্যায় যৌন মিলন হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় তখন তাহার বিবেকের মধ্যে যে ভাবের উদ্রেক হয় তাহাকেই বলা হইবে 'সুখ'; তাহাকেই বলা হইবে 'আনন্দ'। দার্শনিকগণ বলেন Pleasure is in pursuit not in satisfaction. 'সুখ রহিয়াছে আকাংখিতের পশ্চাদধাবনে; উহার প্রাপ্তিতে নহে।' বস্তুতঃ আকাংখিত প্রাপ্তির পরে আসে অবসাদ। এই

www.ahlehadeethbd.org

কারণেই আমাদের মহানাবী সঃ আল্লাহের কাছে নিবেদন করেন, তাঁহাকে যেন এক দিন খাইতে দেওয়া হয় এবং এক দিন ক্ষুধার্ত রাখা হয়।

শান্তি—মনের শান্তিই প্রকৃত শান্তি। বঞ্চিতদের মধ্যে যাহাদের ঈমান কমযোর তাহাদের কেহ কেহ মনে করে,—আমরা নিজেরাও অনেকটা তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত—খুব ধন-দাওলাত মান-ইয্যত পাইলেই মানুষ সুখ শান্তিতে বাস করে এবং যাঁহারা যত বেশী ধনী ও যত বেশী উচ্চ পদে সমাসীন তাঁহারা যতই বেশী সুখ শান্তিতে বাস করেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুতঃ বঞ্চিতেরাই আরামে সুখ নিদ্রা রাত্রি কাটাইয়া থাকে। তাহাদের না আছে চোরের ভয়, আর না আছে ডাকাতের ভয়! কিন্তু ধনীদিগকে কত বিরিদ্র রজনী যাপন করিতে হয় তাহা একমাত্র ভুক্তভোগীরা ও আল্লাহই জানেন। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে—'Uncasy his the head that wears a crown : 'যে মাথা রাজ-মুকুট পরে সে মাথা অস্থির উদ্বিগ্ন থাকে।' ধনী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের খুব কমই সুখে শান্তিতে বাস করে। তাহারা ভাল ভাল খাদ্য খায় কিন্তু সেই খাদ্য খাইয়া আরাম পায় না। কারণ ভরা পেটে কোন কিছুই সুস্বাদু লাগে না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পক্ষান্তরে ক্ষুধায় কাতর হইলে নুন মরিচ পিয়াজ যোগে পান্তা ভাত যে কত সুস্বাদু তাহা যে ব্যক্তির ভাগ্যে জুটিয়াছে, সেই জানে। ধনী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের অনেকেরই ছেলেমেয়ে অবাধ্য থাকার কারণে অথবা ধার্মিক বা উচ্চশিক্ষিত না হওয়ার কারণে তাঁহারা যে কি পরিমাণ মানসিক অশান্তি ভোগ করেন তাহা বর্ণনা যায় না। পক্ষান্তরে, গরীবের ছেলেমেয়েরা পিতা-মাতার বাধ্য থাকিয়া, ধার্মিক আলিম অথবা ধার্মিক উচ্চ শিক্ষিত হইয়া পিতামাতার সেবা যত্ন করিয়া, তাহাদের জন্য শুভ কামনা ও দু'আ করিয়া পিতামার অন্তরে যে অনাবিল সুখ শান্তির ফোয়ারা ছুটাইয়া থাকে তাহা বহু ধনী ও উচ্চপদস্থ লোকেরা কল্পনাও করিতে পারে না। ধনী, গরীব সকলেই আল্লাহের সৃষ্টি, আল্লাহের বান্দা। আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ কাহারও প্রতি অবিচার করেন না। তাই ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ধনী ও বিত্তশালী-দিগকে আল্লাহ একদিক দিয়া বাহ্যতঃ সুখ-শান্তি দিয়া থাকিলেও অন্যদিক দিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে এবং গরীব দুঃখীদিগকে এক দিক দিয়া বাহ্যতঃ বঞ্চিত করিয়া থাকিলেও অন্য দিক দিয়া তাহাদিগকে সুখী করিয়াছেন। ফল কথা, আল্লাহ তা'আলা কাহাকেও সকল দিক দিয়া সুখী করেন নাই। কেননা এই দুন্‌য়া মানুষের সুখের জন্য পয়দা করাই হয় নাই। ইহা মানুষের পরীক্ষাস্থল, তাহার কর্মভূমি, তাহার জন্য জেলখানা। সৎকর্ম করিয়া তাহাকে পরকালের জন্য সম্বল সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে এই দুন্‌য়াতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কাজেই এই দুন্‌য়াতে সুখ শান্তি লাভ করার আকাংখা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ এই দুন্‌য়াতে বিপদ-আপদ, কষ্ট-যাতনা, রোগ-শোক আসিতেই থাকিবে এবং আল্লাহের তরফ হইতে পুরস্কারের আশায় বুক বাঁধিয়া এই সবই ধৈর্য-সহকারে সহ্য করার ও সবরের মধ্যেই পাওয়া যায় অনাবিল সুখ-শান্তি। যাঁহারাই অন্তদৃষ্টি সুস্থ তিনিই ইহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন, কিন্তু যে ব্যক্তির মধ্যে অন্তদৃষ্টি বিকল হইয়া গিয়াছে সে এই উপলব্ধির ক্ষমতাই হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের এই অন্ত-দৃষ্টি সুস্থ করিতে হইলে আমাদিগকে আল্লাহের কালাম ও রসূলুল্লাহ সঃ-এর বাণীর আশ্রয় লইতে হইবে এবং তদনুযায়ী আমাদের নিজেদের চিকিৎসা করাইতে হইবে। তবেই আমরা লাভ করিতে পারিব প্রকৃত সুখ ও খাঁটি শান্তি।

বস্তুবাদই অশান্তির উৎস

পৃথিবীর জ্ঞানী ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সর্বসম্মত অভি-মত এই যে, মানব জীবন শুধু বস্তুৎসর্বস্বও নহে, শুধু

www.ahlehadeethbd.org

আত্মা-সর্বস্বও নহে ; বরং মানব জীবনে বস্তু ও আত্মা উভয়েরই বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং উভয়কেই তাহাদের যথাযোগ্য প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দিতে হইবে। আত্মাকে সমাসীন করিতে হইবে আজ্ঞাকারী রাজার আসনে আর শরীর হইবে তাহার আজ্ঞাবহ দাস। শরীর সুস্থ ও সবল না থাকিলে সে রাজার আদেশ পালনে অক্ষম হইবে এবং তাহার ফলে আত্মা-রাজের রাজ্যে বিশৃংখলা ঘটিবে। এই কারণে আত্মা-রাজের কর্তব্য হইবে শরীর প্রজাকে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া তাহাকে সুস্থ ও সবল রাখার ব্যবস্থা করা। মানব জীবনে বস্তুর প্রয়োজন মাত্র এতটুকু ; ইহার বেশী নয়। মানুষ যখনই ইহার ব্যতিক্রম করিয়া দেহ-প্রজাকে মন-রাজের উপরে স্থান দিবে, যখনই প্রজাকে রাজার স্থানে এবং রাজাকে প্রজার স্থানে বসাইয়া আত্মাকে দেহের আজ্ঞাবহ করিবে তখনই আত্মা-রাজ নিহত হইবে এবং দেহ-রাজ্যে বিভ্রাট বিশৃংখলা অরাজকতা ও অশান্তি তাহাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিবে।

দুঃখের বিষয় বর্তমান যুগে পদার্থ বিদ্যার উন্নতির সংগে সংগে জনসাধারণের মধ্যে বস্তুবাদ প্রবণতা যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে সেইরূপ তাহাদের মধ্যে মানসিক, নৈতিক, আত্মিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া চলিয়াছে। ইহাই জনসাধারণের বুঝের ভুল। সেই ভুলটিই এখন দেখাইব। তাহা এই,

জড় পাদার্থের যে অগ্রগতি বর্তমানে দেখা যায় তাহাতে জড় পদার্থের নিজের কোনই কৃতিত্ব নাই। এই কৃতিত্বের অধিকারী মানুষের দেহ বা শরীরও নয়। বস্তুতঃ এই সব অগ্রগতির পশ্চাতে যে **মানব-মন** সক্রিয় রহিয়াছে সেই মনেরই প্রাপ্য হইতেছে সকল কৃতিত্ব। পশ্চাতে মানব মনের চিন্তা, ধারণা, পরিকল্পনা যদি না থাকিত তাহা হইলে সকল পদার্থই সেই জড়ের জড়ই থাকিয়া যাইত, অনড় স্থবির হইয়াই পড়িয়া থাকিত। আজ শরীর পূজারীদের অন্তরে বস্তুবাদের মহাত্ম্য জাগাইয়া তুলিতেছে যাঁহারা, তাঁহারা জড় পদার্থ নন, দেহ বা শরীরও নয়। তাঁহারা হইতেছে এমন মানব অধিকারী একটি দল যাঁহারা এই শরীরবাদী জনসাধারণের মাথার উপরে নাচিয়া গাহিয়া তাহাদিগকে নিজেদের আজ্ঞাবহ দাস বানাইয়া তাহাদের উপর রাজত্ব কায়িম করিতে। তাঁহারা চাহেন জনসাধারণের বিবেকের মৃত্যু ঘটাইয়া তাহাদের শরীরকে নিজেদের সেবায় নিয়োজিত করিতে। অতএব জনসাধারণের কর্তব্য হইতেছে নিজেদের মানবিক আর মানবিক মানেই মানসিক বৃত্তিগুলির উন্নতি সাধন করিয়া প্রত্যেক ব্যাপারে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিয়া যাওয়া। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য লেখাপড়া করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নয়। লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা থাকিলে তাহা করা মন্দ নয়। তবে ইহার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতেছে আদর্শ চরিত্রবান, কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, নীতিবান, বাহিরে-ভিতরে সমান, আন্তরিকতাপূর্ণ হৃদয়বান, নিঃস্বার্থ, ইসলাম-দরদী, ধার্মিক সজ্জনের মহত্ত ও সাহচর্য গ্রহণ করা। তাহারা যদি এই ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া, ধূর্ত, ভণ্ড, শঠ, একধার্মিক স্বার্থপরায়ণ, তর্কবাগীশ, বাগ্মীদের বক্তৃতার তুবড়ীর আওয়াযে বিভ্রান্ত হইয়া তাহাদের অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহাদের বিবেক তথা মানব-প্রকৃতির মৃত্যু—না, না অপমৃত্যু ঘটিবে। আর বিবেকের মৃত্যুই হইতেছে আদত মরণ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জড় পদার্থের মৃত্যু হয় না—উহার মৃত্যুই নাই। জড় পদার্থের কেবলমাত্র রূপান্তরই ঘটে। মাছ মাংস তরী তরকারী পাক করিয়া রূপান্তরিত হওয়ার পরে উহা আমাদের খাওয়ার পরে মল মূত্রে পরিণত হয়। ইহা সকলেই বুঝে। আমাদের শরীরও জড় পদার্থ বিধায় ইহারও রূপান্তর ঘটে, মৃত্যু হয় না। দার্শনিক পণ্ডিতেরা মৃত্যুর সংজ্ঞা

www.ahlehadeethbd.org

দিতে গিয়া বলেন, 'যাহার মধ্যে প্রাণ থাকার কথা তাহার মধ্যে প্রাণ না থাকার নাম মৃত্যু।' কাজেই মাটি, লোহা, ঘর, দরজা প্রভৃতি জড় পদার্থের মধ্যে 'প্রাণের' ধারণা করা যায় না বলিয়া ইহাদের 'মৃত্যু' বলিয়া কোন কিছু হইতে পারে না। মানুষের শরীর বলিতে যে অস্থি মাংস চর্ম ইত্যাদি বুঝায় তাহাও জড়ে পদার্থ বলিয়া ঐ গুলিরও মৃত্যু হয় না, হয় রূপান্তর মাত্র। মৃত্যু হয় মানুষের সেই প্রাণের যে প্রাণ হইতেছে মানুষের বিবেকের বাহন এবং যে প্রাণ হইতেছে মানুষের বিবেকের সহিত ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। এই বিবেকের মৃত্যুই হইতেছে মানব প্রাণের মৃত্যু। কারণ বিবেকের মৃত্যুর পরে মানুষরূপী আকৃতির মধ্যে যে প্রাণ থাকে সে প্রাণ মানবীয় প্রাণ নয়; সে প্রাণ হইতেছে মানুষ ছাড়া অপর প্রাণীগুলির প্রাণের শ্রেণীভুক্ত। যথা, যে সব মানুষের মধ্যে প্রাণ আছে বটে, কিন্তু পাঁচ, দশ, বিশ বৎসর যাবৎ অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছে অথবা যাহারা পানাহার করে, ঘুমায় এবং জাগেও বটে, কিন্তু কোন কথা বুঝিতে পারে না এবং 'কিছু বুঝিল' এইরূপ কোন ভার মুখে কথা বলিয়া অথবা লিখিয়া অথবা আকার-ইঙ্গিতে কোন ভাবেই তাহা প্রকাশ করিতে পারে না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে তাহার সম্বন্ধে কি বলিতে হইবে? এই প্রকার মানুষ যেহেতু মানবীয় স্বাতন্ত্র বিবেকবুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে কাজেই তাহাকে মানুষ হিসাবে মৃত ও প্রাণী হিসাবে জীবিত বলাই সম্ভবতঃ সঙ্গত হইবে। ঠিক সেই ভাবেই যে ব্যক্তি তাহার দেহকে রাজার আসনে বসাইয়া বিবেক-বুদ্ধিকে দেহের প্রজায় পরিণত করিয়াছে তাহাকে প্রাণী হিসাবে জীবিত এবং মানুষ হিসাবে মৃত ধরিতে হইবে। যখন বলা হয়, অমুক একজন মানুষ বটে,' 'অমুক মানুষই নয়,' তখন এই তাৎপর্যই গ্রহণ করা হয়। কুরআন মাজীদেও এই ধরনের কথা বলা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, যাহারা শ্রবণ শক্তি পাইয়া উহার সদব্যবহার করে না তাহারা বধির, দৃষ্টিশক্তি থাকিতে যাহারা উহার সদব্যবহার করে না তাহারা অন্ধ, কথা বলিবার শক্তি পাইয়াও যাহারা ন্যায় কথা বলিতে পরাঙ্মুখ তাহারা বোবা, আর যাহারা চোখ, কান ও বিবেকবুদ্ধি এই তিনটিকে তাহাদের যোগ্য কাজে নিয়োজিত করে না তাহারা চতুষ্পদ পশুর মত; না, না, বরং উহার চেয়েও ইতর। —(৭ঃ ১৮০, ১০ঃ ৪২, ২৭ঃ ৮০—৮১, ৩০ঃ ৫২—৫৩, ৩৫ঃ ২২, ৪৩ঃ ৪০)।

পার্থিব সম্পদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিজের মানসিক অবস্থা এবং তাঁহার কতিপয় বাণী নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

১। আবু হুরাইরাহ রাঃ বলেন, নাবী সঃ দুন্‌য়া হইতে এমন অবাস্থায় চলিয়া যান যে, তিনি কোন দিন যবের রুটিও পেট ভরিয়া খান নাই।—বুখরী।

হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, আমরা যাহাকে 'উদরপুর্তি করিয়া আহার করা' বলি সেই ভাবের উদরপুর্তি করিয়া তিনি কোন দিনই খান নাই। পেট ভরিয়া খাইলে তাঁহার যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হইত তাহার এক তৃতীয়াংশের বেশী তিনি কোন দিন খান নাই। যে হাদীসগুলিতে তাঁহার পেট ভরিয়া খাওয়ার উল্লেখ আছে তাহার তাৎপর্য ঐ এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ আহার করা বুঝিতে হইবে।

২। আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "উপর্যুপরি ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত্রি আমার এমন ভাবে কাটিয়াছে যে, আমার ও বিলালের জন্য খাদ্য বলিতে কেবলমাত্র উহাই ছিল যাহা বিলালের বগলে ঢাকা ছিল।"—তিরমিযী।

রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁহার এই বাণীতে ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্যে তাঁহার তায়িফ গমনের দিকে ইঙ্গিত করেন।

৩। 'উমার রাঃ বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সঃ এর নিকট গিয়া দেখি যে, খেজুর পাতা দিয়া বুনা একটি পাটির উপর তিনি চিত হইয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার শরীর ও পাটির মাঝে কোন প্রকার বিছানা ছিল না। ফলে তাঁহার পিঠে পাটির বুনটের

www.ahlehadeethbd.org

দাগ পড়িয়াছিল। এবং চামড়ার খোলে খেজুর গাছের আঁশ ভরা একটি বালিসে তিনি মাথা রাখিয়াছিলেন। 'উমার বলেন, ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম, "আল্লাহের রাসুল, আল্লাহের নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আপনার অবস্থা সচ্ছল করিয়া দেন। কেননা ইহা নিশ্চিত যে, পারস্য জাতি ও রূম জাতির লোকেরা আল্লাহের ইবাদাত করে না; তবুও তাহাদের অবস্থা সচ্ছল করা হইয়াছে।" তাহাতে রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "হে খাত্তাব-তনয তুমিও কি এই চিন্তায় পড়িয়া রহিয়াছ? তাহারা এমন জাতি যাহাদিগকে এই পার্থিব জীবনেই তাহাদের মনোমত সব কিছু পূর্বাহ্নে দেওয়া হইয়া গিয়াছে। (আখিরাতে তাহাদের জন্য কোন সুখ ভোগের ব্যবস্থা রাখা হয় নাই।) তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তাহাদের জন্য দুনয়া হয় এবং আমাদের জন্য আখিরাত হউক।"—বুখারী ও মুসলিম।

৪। আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "কিয়ামাত দিবসে ধনী মুহাজিরদের জান্নাতে যাইবার চল্লিশ বৎসর পূর্বে গরীব মুহাজিরেরা জান্নাতে যাইবে।"—মুসলিম।

৫। আবূ হুরাইরাহ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "ধনীদের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসের অর্ধেক সময় পূর্বে গরীবেরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে।"—তিরমিযী।

আপাত দৃষ্টিতে এই হাদীস দুইটির মধ্যে বিরোধ দেখা যায়; কিন্তু আদতে কোন বিরোধ নাই। মুহাজিরদের বেলায় ধনী ও গরীবের জান্নাত প্রবেশের ব্যবধান কাল হইতেছে পার্থিব বৎসরে চল্লিশ বৎসর। আর মুহাজির ছাড়া অপর গরীব ও ধনীদের জান্নাত প্রবেশের মধ্যে ব্যবধান হইবে পাঁচ শত বৎসর।

৬। সুহাইব রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "মুমিনের ব্যাপার আশ্চর্যজনকই বটে কেননা তাহার প্রত্যেক কাজই তাহার পক্ষে কল্যাণকর হইয়া থাকে। মুমিন ছাড়া অপর কাহারও ভাগ্যে এইরূপ হয় না। উহা এই যে, তাহাকে যখন আনন্দ ও সুখ পৌঁছে তখন সে শুকুরগুযারী করে। ফলে, উহা তাহার পক্ষে কল্যাণকর হয় এবং তাহাকে যখন কষ্টবিপদ পৌঁছে তখন সে সাব্‌র ও ধৈর্য অবলম্বন করে। ফলে উহাও তাহার পক্ষে কল্যাণকর হয়।" —মুসলিম।

মানুষ যতই ধন-সম্পদ লাভ করুক না কেন, তাহাতে তাহার আকাংখা পূর্ণ হইবার নহে। কাজেই আকাংখা পরিত্যাগ করিয়া যাহা সে পায় তাহাতেই যদি সে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে তাহা হইলে সে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই সুখী হইতে পারিবে।

৭—৮। রাসূলুল্লাহ সঃ কখনো কয়েকটি রেখা টানিয়া এবং কখনো কয়েকটি কাঠি পুতিয়া ঐগুলি দেখাইয়া বলেন যে, মানুষের আকাংখা তাহার জীবন হইতে দীর্ঘতর হইয়া থাকে। ফলে, তাহার আকাংখা পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহার জীবন শেষ হইয়া যায়। —বুখারী ও তিরমিযী যথাক্রমে।

৯। মুতার্‌রিফের পিতা আবদুল্লাহ রাঃ বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সঃ এর নিকট যাই। সেই সময় তিনি 'আল্‌হাকুমুত্‌-তাকাসুর' পড়িতেছিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "আদাম-সন্তান বলে, ইহা আমার মাল, উহা আমার মাল।

কিন্তু ওহে আদাম-সন্তান, তুমি যাহা খাইয়া শেষ কর, যাহা পরিধান করিয়া ছিঁড়িয়া ফেল এবং যাহা সৎ পথে দান করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাহা ছাড়া আর কিছুই তো তোমরে মাল নয়।"—মুসলিম।

১০। আবূ হুরাইরাহ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে অভাব-শূন্যতা থাকে না। বরং মনের অভাবশূন্যতাই প্রকৃত অভাবশূন্যতা।" অর্থাৎ প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হইলেই ধনী ও অভাবশূন্য হওয়া যায় না; বরং যে ব্যক্তির অন্তর অভাবমুক্ত সেই প্রকৃত ধনী।—বুখারী ও মুসলিম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১১। আবু যার(র) রাঃ হইতে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "লোকে যদি এই আয়াতটির প্রতি আমল করে তাহা হইলে পার্থিব ব্যাপার সম্পর্ক উহাই তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে। (আয়াতটি এই)

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ •

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সমীহ করিয়া চলিবে আল্লাহ তাহার জন্য তাহার সকল সমস্যা হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং তাহাকে এমন ভাবে রিযক তথা জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবেন যাহা সে ধারণাও করিতে পারে না "—(সূরাহ তালাাক ৬৫ ঃ ২-৩)।

অতএব আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হইতেছে হালাল ভাবে বৈধ উপায়ে রুযি রোযগার অর্জন করা এবং হারাম হইতে দূরে থাকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। আল্লাহ তাঁহার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মানুষের মঙ্গল সাধনে সদা তৎপর। শর্ত এই যে, তাহাকে বান্দা হইতে হইবে।

সলাাত পাঠ—

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদ্দেশ্যে 'সলাত পাঠ'—যাহা আরবী ভাষাবিদ্বেষী শু'বীয়াহ মুসলিম দলের বদৌলতে ফারসী, 'দরূদ' নামে আমাদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে—সেই সলাাতের বচন বা টেক্সট ব্যাপারে বিশেষ ধর্মপরায়ন এক দল মুসলিম বহুকাল যাবত এক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য ঐ 'সলাাত পাঠ' সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিতেছি।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদ্দেশ্যে সলাাত পাঠের আবশ্যকতা ও ফাযীলাত এবং টেক্সট সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিমেরই কম বেশী জানা আছে। এই সলাাত পাঠ ওয়াজিব হওয়ার দালীল হইতেছে আল্লাহের এই কালাম—

"ওহে যাহারা ঈমান আনিয়াছ, তোমরা নাবীর প্রতি সলাাত পাঠ কর এবং যথাযোগ্য সালাম পাঠ কর।"—আহযাব ৩৩ ঃ ৫৬।

আয়াতে আদিষ্ট সলাাত ও সালাম পাঠ সম্পর্কে হাদীসে যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা হইতে কিছু নিম্নে উধৃত করা হইতেছে। হাদীসগুলি 'হিসন-হাসীন, গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যা'ঈফ হাদীস গ্রহণ করা হয় নাই এবং যে সকল বিষয়ে এই গ্রন্থে হাদীস সংকলিত হইয়াছে সেই বিষয়ে কোন সাহীহ হাদীস বাদও দেওয়া হয় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়।

(ক) সলাাত পাঠের নির্দেশ

১। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যাহার সামনে আমার কথা উল্লেখ করা হয় তাহার উচিত সে যেন আমার প্রতি সলাাত পাঠ করে।"—নাসাঈ।

২। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "লোকে কোন মাজলিসে বসিয়া যদি ঐ মাজলিসে আল্লাহের যিকর (অর্থাৎ আল্লাহের নাম উল্লেখ ও গুণ বর্ণনা) না করিয়া এবং তাহাদের নাবীর উদ্দেশ্যে সলাাত পাঠ না করিয়াই মজলিস হইতে উঠিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে তাহারা যদি জান্নাতেও যায় তবুও তাহাদের মাজলিসে উক্ত আচরণ কিয়ামাত দিবসে তাহাদের আফসোসের কারণ হইবে।"—আবূদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী (তুহফাহ ঃ ৪। ২২৬)।

৩। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "ঐ ব্যক্তির মাটিতে নাক খত, যাহার সামনে আমার কথা উল্লেখ করা হয় অথচ সে আমার উদ্দেশ্যে সলাাত পাঠ করে না।"-তিরমিযী।

৪। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ল্লাম বলিয়াছেন, "তোমরা জুম'আ দিবসে বেশী বেশী করিয়া আমার উদ্দেশ্যে সলাত পাঠ করিও। মনে রাখিও, তোমাদের সলাত পাঠ আমার সামনে উপস্থিত করা হয়।"—আবূ দাউদ, নাসা'ঈ, ইবনু মাজাহ।

সালাম পাঠ

৫। কেহ আমার উদ্দেশ্যে সালাম পাঠ করিলে আল্লাহ আমার রূহ আমাকে ফিরাইয়া দেন যাহার ফলে আমি তাহার ঐ সালামের জওাব দিয়া থাকি।"—আবূ দাউদ।

(খ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি সলাত ও সালাম পাঠের সওাব ও ফযীলাত—

৬। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে একবার সলাত পাঠ করে, আল্লাহ তাহার প্রতি দশ সলাত অর্থাৎ দশ রাহমাত নাযিল করেন।"—মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসা'ঈঃ ১।১৯১।

৭। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে একবার সালাত পাঠ করে তাহার প্রতি আল্লাহ দশ রাহমাত নাযিল করেন। অধিকন্তু তাহার দশটি গুণাহ মুছিয়া ফেলা হয় এবং তাহার জন্য দশ ধাপ উন্নতি বরাদ্দ করা হয়।"—নাসা'ঈ ঃ ১।১৯১।

৮। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "জিব্‌রাঈল আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, নিশ্চয় আপনার রাব্ব আপনাকে এই কথা বলেন, "হে মুহাম্মাদ, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার উম্মাতের কেহ তোমার প্রতি একবার সলাত পাঠ করিলে তাহার প্রতি আমি দশ রাহমাত নাযিল করি এবং তোমার উম্মাতের কেহ তোমার উদ্দেশ্যে একবার সালাম পাঠ করিলে আমি তাহার প্রতি দশ সালাম নাযিল করি?"—নাসা'ঈ ১। ১৯১।

সলাত পাঠ সম্পর্কে হাদীসে সওাবের যে তারতম্য দেখা যায় তাহার মূলে রহিয়াছে আন্তরিকতা ও ইখলাসের কম বেশী হওয়া অথবা দিবস ও সময়ের বিভিন্নতা, অর্থাৎ বিশেষ দিবসে বিশেষ সময়ে সলাত পাঠের সওাব বেশী পাওয়া যায়। এমন দুই জন সাহাবীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) হযরত আলী বলেন, দু'আকারী যে পর্যন্ত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদ্দেশ্যে সলাত পাঠ না করে সে পর্যন্ত তাহার ঐ দু'আ আল্লাহের দরবারে পরিপূর্ণ আকারে পৌঁছিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।—মু'জাম তাবরানী আওসাত।

(২) হযরত 'উমার বলেন, তুমি যে পর্যন্ত তোমার নাবীর উদ্দেশ্যে সালাত পাঠ না করিবে সে পর্যন্ত তোমার দু'আ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে স্থগিত অবস্থায় থাকিবে; উহার কিছুই উপরে যাইবে না।—তিরমিযী।

এই সব লক্ষ্য করিয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওলী শাইখ আবূ সুলাইমান দারানী বলেন, তুমি যখন আল্লাহের নিকট তোমার কোন প্রয়োজনীয় জিনিস চাহিবে তখন তোমার প্রার্থনা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি সলাত-পাঠ দিয়া শুরু করিবে। তারপর তোমার যাহা চাহিবার থাকে চাহিবে। তারপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি সলাত পাঠ করিয়া তোমার প্রার্থনা সমাপ্ত করিবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ফাযল ও কারামে দুই ধারের সলাত-পাঠ যখন কবূল করিবেন তখন তাঁহার মহানুভবতা ঐ দুই সলাতের মধ্যবর্তী প্রার্থনাটি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

(গ) সলাত ও সালাম পাঠের বচন সমূহ

সলাত পাঠের সওাব বর্ণনা করার সংগে সংগে উহার বিভিন্ন বচনও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ ইহার যে বচনগুলি পাওয়া যায় তাহার সংখ্যা মূলতঃ ১১ এবং ঐগুলির প্রতিলিপির তারতম্যের দরুন আরো পাঁচটি পাওয়া যায়। ফলে উহার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬। (দেখুন হিস্‌ন—হাসীনঃ সালাত-পাঠ

www.ahlehadeethbd.org

অধ্যায়)। তাহা ছাড়া সাহাবীগণ একটি সংক্ষিপ্ত সলাত-সালাম পাঠ করিতেন। উহা হইতেছে, **'সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম'**।

সলাত-পাঠের উল্লিখিত ১৬টি বচনই সানাদের দিক দিয়া সাহীহ ও বিশুদ্ধ হইলেও উহাদের মধ্যে সর্বাধিক সাহীহ বচন হইতেছে ঐ সলাতটি যাহা আমরা তাশহুদে পড়িয়া থাকি। উহা এই,

"আল্লাহুম্মা সল্লি'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওা'আলা আালি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা 'আলা ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্‌ মাজীদ।

সলাত-পাঠের উল্লিখিত ১৬টি বচনের যে কোন একটি বচন পাঠ করিলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত সওাব পাইবার আশা সঙ্গত ভাবেই করা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন এই—হাদীসে বর্ণিত ঐ ১৬টি বচন এবং সাহাবীদের মধ্যে বহুল অনুসৃত 'সল্লাল্লাহু 'আলাইহি অসাল্লাম' বচনটি ছাড়া আর যে সব বচন কোন ওালী, দুরবেশ বা আলিম রচনা করেন, বলিয়া মুসলিম সমাজের এক দল লোকের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে সেই বচনগুলি পাঠ করিলে ঐ সওাব পাওয়া যাইবে কি?

আমরা জওাবে স্পষ্টভাবে বলিব, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত ও সাহাবীদের অনুসৃত সলাত-বচন ছাড়া অপর কোন সলাত পাঠে হাদীসে বর্ণিত সওাব লাভের কোনই নিশ্চয়তা নাই। বরং দালীল প্রমাণ সওাব লাভের বিপক্ষেই যায়। আমাদের দালীল ও যুক্তি এই। সকল মুসলিম সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করেন যে, সওাব দেওয়ার মালিক হইতেছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং একমাত্র তাঁহারই অধিকারে রহিয়াছে মানুষের কার্যাবলীর সওাব ও শাস্তি নির্ধারণ করা। এই সওাব নির্ধারণে আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও কোন হাত নাই। আর ইহাও সর্ব সম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সওাব ও শাস্তির কথা লোকসমাজে প্রচার করিবার জন্য নিয়োগ প্রাপ্তব্যক্তি হইতেছেন কেবলমাত্র আল্লাহের রাসূল ও নাবীরা। আল্লাহের রাসূল ও নাবীগণ ছাড়া অপর কাহারও এ সম্বন্ধে কোন কিছু ঘোষণা করার কোন হাক বা অধিকার নাই। মাওলানা মুহাম্মাদ আশ্‌রাফ আলীর সুযোগ্য শিষ্য মারহুম মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক বর্ধমানী আমাদিগকে মিশকাত পড়াইবার সময় আযানের পরে যে দু'আটির উল্লেখ হাদীসে আছে সেই দু'আ সম্পর্কে বলেন,

"এই দুআতে 'মুহাম্মাদানিল্‌ ওাসীলাতা ওাল্‌-ফাযীলাজ' এর পরে কেহ কেহ ওাদ্‌-দারাজাতার্‌ রাফী'আতা' বৃদ্ধি করিয়া পড়েন। কিন্তু মনে রাখিও ঐ শব্দ দুইটি বৃদ্ধি করিয়া পড়া হইলে এই হাদীসে এই দু'আটি পড়িবার যে ফল বিবৃত হইয়াছে (অর্থাৎ তাহার জন্য আমার শাফা'আত অবধারিত হইবে) তাহা লাভ করার কোন নিশ্চয়তা দান করা যাইতে পারে না। কারণ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যে বচনের জন্য যে সওাব উল্লেখ করিয়াছেন সেই বচন কোন রদ-বদল করিলে তাহাতে সে সওাব না পাওয়ারই কথা। অধিকন্তু উহার মধ্যে পরোক্ষ ভাবে নাবীর বিরুদ্ধাচরণ করা হয়।"

'পরীবাগের শা সাহেব' নামে খ্যাত মারহুম সাইয়িদ আবদুর রাহীম একদা কথা প্রসঙ্গে বলেন,

"হাদীসে যে দু'আ যে ভাবে উক্ত হইয়াছে সেই দু'আ সেই ভাবে বলিতে হইবে। তাহাতে কোন পরিবর্তন করা চলে না। যথা, যে দু'আটি কেবলমাত্র 'একবচনে' পাওয়া যায়, লোকদের পক্ষ হইতে ইমাম হইয়া সে দু'আ করিতে হইলে এক বচনেই করিতে হইবে। উহার ব্যতিক্রম করিলে ঐ দু'আ কবুল হওয়ার কোন নিশ্চয়তা থাকেনা।"

আর এক দিন আমি কোন আলিমের রচিত একটি সলাত বচন পাই এবং উহা আমার বড় ভাল লাগে। তাই আমি ঐ সলাত-বচনটি তাঁহার সমক্ষে পেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া সে সম্পর্কে তাঁহার মত জানিতে চাহি। তাহাতে তিনি বলেন, "এই সলাত-বচনটি পড়িলে এই ফল হইবে—এই কথা কে বলিয়াছেন?" আমি বলিলাম, "নিশ্চয় কোন বুযুর্গ বলিয়া থাকিবেন।" তাহাতে তিনি বলেন,

"একমাত্র রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামই সলাত-বচন সম্পর্কে উক্তি করিবার হক্ক রাখেন। তাশাহ্হুদে যে সলাত-বচনটি রহিয়াছে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সলাত-বচন এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যে সম্পর্কে যে ফল লাভের উক্তি করিয়াছেন কেবলমাত্র তাহাই হাক্ক ও সত্য।"

একটি দৈনিক বাংলা পত্রিকার ৩০শে জানুয়ারী সংখ্যায় 'চিঠিপত্র' স্তম্ভে 'দরুদে ছয়ফুল্লাহ পাঠের আবেদন' পড়িয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমাদের মতে উক্ত দৈনিকের ১২ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় চিত্র-বিচিত্র' স্তম্ভে যে সব কুসংস্কারের উল্লেখ করা হইয়াছে, 'দরুদে ছয়ফুল্লাহ পড়িলে অমুক অমুক ফল হইবে' ইহাও তাহারই শামিল। বস্তুতঃ কিসে কোন্ ফল হইবে তাহা নির্ণয় করা মানুষের অনধিকার চর্চার পর্যায়ে পড়ে। এই কুসংস্কার সম্পর্কে মাওলানা আশ্‌রাফ আলী বর্ণিত একটি ঘটনা পেশ করিয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি।

মাওলানা আশ্‌রাফ আলী সাহেব যে সব ওয়ায বক্তৃতা করিতেন তাহার অনেকগুলিই সেই সময়েই লিপিবদ্ধ করা হইত এবং তাহার অনেকগুলি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বক্তৃতাগুলির একটিতে এই ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে। তিনি বলেন,

"আমার অমুক শাইখের নিকট তাঁহার এক ভক্ত আসিয়া বলিলেন, 'আমি বড়ই দেনাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার দেন মুক্তির জন্য আমাকে কিছু কালাম বাতলাইয়া দেন।" তাহাতে ঐ শাইখ বলেন, তুমি এই দু'আটি পড়তে থাকিও—'আল্লাহুমাক্ ফিনী বিহালালিকা 'আন্ হারামিকা ও আগ্‌নিনী বিফাযলিকা 'আম্মান্ সিওয়াকা'। ভক্তটি খুশীমনেই তাহা গ্রহণ করেন। ইহার পরে ঐ শাইখ ভক্তের মনে দু'আটির গুরুত্ব দৃঢ়বদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বলেন, "এই দু'আটি হাদীসে রহিয়াছে; ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাণী।" মাওলানা আশ্‌রাফ আলী বলেন; এই কথা শুনিবামাত্র ভক্তটি বলিয়া উঠিল "আ—জী হাদীসে তো অনেক কিছুই আছে। আপনি আপনার নিকট হইতে কিছু ওযীফা আমাকে দিন।" ইহাতে ঐ শাইখ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন এবং ঐ ভক্তটির ভুল ধারনা সংশোধনের জন্য নাসীহাত করেন।

বস্তুতঃ, বর্তমানে সাধারণ মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাস কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই দু'আ, সালাত-পাঠের বচন, এমন কি ইসলামের রুকনগুলি সম্পর্কেও কুসংস্কারে নিমজ্জিত হইয়াছে। তাহাদের অনেকেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আল্লাহের স্থানে—এমন কি কোন কোন ব্যাপারে আল্লাহের উর্ধে স্থান দিয়া বসিয়াছে। ইমামদিগকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উর্ধে স্থান দিয়াছে। অতীতের ওলী দুরবেশদিগকে আল্লাহের দোসর বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে এবং বর্তমান যুগের পীরদিগকে আখিরাতে একরূপ বিশ্বাস করিয়া সলাত সাওম যাকাত-হাজ্জ দান খায়রাত ছাড়িয়া চলিয়াছে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিপদে আপদে দুঃখে বটে আল্লাহের নাম ও গুণ বর্ণনা, কুরআন তিলাওাত ও হাদীসে উল্লিখিত সলাত-বচনগুলি ও দু'আগুলি পাঠ করাই হইতেছে মুসলিমের একমাত্র কর্তব্য। ইসলামী শরী'আতে এই সব ছাড়িয়া দিয়া দারূদ সইফুল্লাহ, দারূদ নারীয়াহ, দারূদ মাহিয়াহ, দারূদ তাজ এসবের এক কাণাকড়িও মূল্য নাই। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলিমকে ধর্মীয় কুসংস্কার হইতে ও অভিশপ্ত পীরদের কুহক হইতে রক্ষা করুন। আমীন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খণ্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth February 1970 Regd. No. DA—59
Phone : 245490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর

অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্‌-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মনীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, অনুবাদ ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca

www.ahlehadeethbd.org